USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

মধুপুর জাতীয় উদ্যান

(২০১০-২০১৫)

মধুপুর জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
মধুপুর, টাঙ্গাইল

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

সার সংক্ষেপ ঃ

সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের বন, জলাভূমি ও পরিবেশগত সংকটাপন্ন ত্রলাকায় (ECA) সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন এবং পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগনের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় ত্রর অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রানীজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/কমিটির গঠন, সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ত্রবং রক্ষিত বনভুমি ও জলাভূমির উপর নির্ভরশীল জনগনের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ত্রই কাউন্সিল/কমিটি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প বাস্ড়-বায়নকারী তিনটি অধিদপ্তরকে নিসর্গ কর্মসূচী (নিসর্গ নেটওর্য়াক) বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা। এ প্রকল্পের অর্থায়ন করছে ইউএসত্রআইডি আর কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে আই আর জি। সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) প্রকল্প সেন্ট্রাল ক্লাষ্টারের আওতাধীন বর্তমানে চারটি রক্ষিত এলাকায় (মধুপুর জাতীয় উদ্যান, ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, তুরাগ-বংশী ও কংস-মালিঝি) বাস্ড়বায়িত হচ্ছে ।

সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন বা জলাভুমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পাঁচ বছর মেয়াদী কাজের নির্দেশনাই হবে উক্ত পরিকল্পনার বিষয়বস্তু। এই পরিকল্পনার অধীনে বন ব্যবস্থাপনা প্রধানতঃ যে বিষয়গুলিকে লক্ষ্য রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করবে তা হলোঃ

১. বনও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের জন্য একটি সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা ।
২. সকল ষ্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশিক্ষণ, সচেনতামুলক কর্মকান্ড বাস্ড়বায়ন, সক্রিয় অংশগ্রহন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে সহায়তা করা।
৩. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্ড়বায়ন এবং অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যকে সুসংহত ও শক্তিশালী করা।
৪. কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন সম্পর্কে ধারনা লাভ

'মধুপুর জাতীয় উদ্যান' বর্তমানে টাঙ্গাইল বনবিভাগের ব্যবস্থাপনার আওতাধীন। মধুপুর বনাঞ্চল টাঙ্গাইল জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ জেলাতেও এর বিস্ড়তি। ইহা ঢাকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের টাংগাইল থেকে ৫০ কিঃমিঃ উত্তরে ও ময়মনসিংহের ৩০ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। এই মধুপুর বনাঞ্চলের অবস্থান ২৪° ৩০' হইতে ২৪° ৫০' উত্তরে এবং ৯০° হইতে ৯০° ১০' দক্ষিণে অবস্থিত। মধুপুর বনাঞ্চল টাংগাইল জেলাধীন মধুপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন যথাক্রমে-শোলাকুড়ী, অরণখোলা, আউশনারা এবং ময়মনসিংহ জেলাধীন মুক্তাগাছা উপজেলার গোগা ও দাওগাঁও এবং ফুলবাড়ীয়া উপজেলার নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। মধুপুর বনের আশেপাশের সর্বমোট ১৮৭টি গ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছে ত্রর মধ্যে রয়েছে ১১৫টি মৌজা ও ৭টি ইউনিয়ন। প্রকল্পের সর্বমোট আয়তন ৩০৯.৯৮ বর্গ কিঃমিঃ। সর্বমোট মধুপুর বনের পরিমান ঃ ১৮৪৪৭.৪৪ হেক্টর। এর মধ্যে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের অধীন বনের পরিমান ৮৪৩৬.১২ হেঃ যার মধ্যে কোর অঞ্চল ২৭৮৯.৮৭ হেঃ ও বাফার অঞ্চল ৫৬৪৬.২৫ হেঃ। মধুপুর বনাঞ্চল থেকে রাবার বাগানের জন্য ৪৩১০.৫৩ হেঃ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ১২৩.৬৪ হেঃ বনভূমি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ত্রগ্রো ফরেষ্ট্রি পণ্ঢানট্রেশন ত্রর আওতায় ৫২২.৯১ হেঃ, শাল কপিজ ব্যবস্থাপনায় ৭০২.০০ হেঃ, উডলট বাগানের আওতায় ১৩৮২.৬২ হেঃ, কৃষি জমি ২৭৯৩.৫২ হেঃ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট ত্রর আওতায় ২৩.৭৫ হেঃ ও বাফার জোন পণ্ঢানট্রেশন এর আওতায় ২৫২.৪৫ হেঃ বনভূমি রয়েছে।

উলেণ্ঢখিত ত্রলাকার মধ্যে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের বর্তমান অংশ, তার প্রতিবেশ ও চারপাশের অবস্থার উন্নয়ন করার নিমিত্তে অত্র এলাকার জনগোষ্ঠি ও বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে (সরকারী প্রজ্ঞাপনের স্বারক নং-*পরম/পরিশা/৮/নিসর্গ/১৩৫/ষ্টিং/২০০৬/৩৯৮, তারিখ* ২৩/১১/২০০৯ বিধান অনুযায়ী) পাঁচ বৎসর মেয়াদী এই সহ-ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি সঠিকভাবে বাস্ড় বায়িত হলে মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং এর আশেপাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান, পরিবেশের উন্নয়ন, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন সহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন ও প্রাতিষ্ঠানিক সার্মথায়ন সহজতর ও ফলপ্রসূ হবে।

সূচিপত্র

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি ইস্যুসমূহ

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	ঃ	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	ঃ	২
১.১	অবস্থান এবং গঠন (চারপাশ)	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ	ঃ	৩
১.২	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	ঃ	৪
২.০	জীববৈচিত্র্যসংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	৪
	চিত্র ২ঃ মধুপুর জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র	ঃ	৫
১.২	চিত্র ৩ঃ মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ মানচিত্র	ঃ	৬
২.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপযোগিতা/উপকারিতা	ঃ	৭
২.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	৮
২.৪	বনাঞ্চলের সীমা	ঃ	৮
২.৫	বনাঞ্চলের ভৌত অবস্থা	ঃ	৮
৩.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	৮
৩.১	প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশেণ্ডষন	ঃ	৮
৩.১.১	বনাঞ্চল	ঃ	৮-৯
৩.১.২	উদ্ভিদ/বন্যপ্রাণী সমূহ	ঃ	৯
৩.১.৩	বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য সমূহ	ঃ	৯
৩.২	জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	ঃ	১০
৪.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	১০
৪.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমুহ	ঃ	১০
৪.২	বন্যপ্রানী সম্পদ ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০-১১
৪.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনর"দ্ধার	ঃ	১১
৪.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১১
৪.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১২
৪.৬	অংশগ্রহনমূলক মনিটরিং	ঃ	১২
৪.৭	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমূহ	ঃ	১২
৫.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.১	ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ	ঃ	১২-১৩
৫.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১৩
৫.৩	ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১৩
৫.৪	সংলগ্ন/সংশিণ্ডষ্ট গ্রাম সমূহ	ঃ	১৩
৫.৫	ষ্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা	ঃ	১৩
৫.৬	কৃষি জমি এবং বসতভিটার ব্যবহার	ঃ	১৩

৫.৭	বনভূমি অবৈধদখল	ঃ	১৪
	পার্ট - ২ **রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশমালা**		
১.০	রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৬
১.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৬
১.২	সহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	১৬
১.২.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	১৬
১.২.২	সহব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ	ঃ	১৭-১৯
১.২.৩	সুবিধাসমূহের বন্টন	ঃ	১৯
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ	ঃ	১৯
২.০	আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কর্মসূচি	ঃ	১৯
২.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	১৯-২০
২.২	বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	২০
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	২১
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন	ঃ	২১
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম/ উদ্দেশ্য	ঃ	২২
৩.১	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	২২
৩.২	রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	২২
৩.৩.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	২২
৩.৩.১.১	এনরিচমেন্ট পণ্ডান্টেশন	ঃ	২২-২৩
৩.৩.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	২৩
৩.৩.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২৩
৩.৩.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২৩
৩.৩.২	আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কার্যক্রম	ঃ	২৩
৩.৩.২.১	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	২৩-২৪
৩.৩.২.২	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনর"দ্ধার	ঃ	২৪
৩.৪	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)	ঃ	২৪
৩.৪.১	বাফার অঞ্চল	ঃ	২৪
৩.৪.২	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২৪-২৫
৪.০	জীবিকায়ন এবং ভেল্যু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২৫
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২৫
৪.২	জীবিকায়ন এবং ভ্যালু চেইন ও কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২৫
৪.২.১	কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল	ঃ	২৫
৪.২.১.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২৫-২৬
৪.২.১.২	উচ্চফলনশীল ও উচ্চ মুল্যের ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২৬
৪.২.১.৩	ভিলেজ নার্সারী	ঃ	২৬
৪.২.১.৪	হর্টিকালচার	ঃ	২৬
৪.২.২	মৎস্য চাষ	ঃ	২৬
৪.২.৩	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৬

৪.২.৪	হস্ড়শিল্প/তাঁতশিল্প	ঃ	২৭
৪.২.৫	উন্নত চুলা	ঃ	২৭
৫.০	ফেসিলিটিজ (অবকাঠামো মুলক) উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৭
৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৭
৫.২	সুবিধাদি তৈরী	ঃ	২৭-২৮
৫.৩	বনভূমির রাস্ড়া এবং ট্রেইলস	ঃ	২৮
৬.০	দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী	ঃ	২৮
৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৮
৬.২	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৮
৬.২.১	পরিবেশ বন্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২৮
৬.২.২	সুবিধাদি উন্নয়ন এবং তৈরী	ঃ	২৮
৬.২.২.১	প্রবেশ ফি	ঃ	২৮
৬.২.২.২	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২৯
৬.২.২.৩	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২৯
৬.২.২.৪	কমিউনিটিভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৯
৬.২.২.৫	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২৯
৬.৩	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা, সচেতনতা এবং অন্ড়র্নিহিত অর্থ বিশেণ্ডষন	ঃ	২৯
৬.৩.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৯-৩০
৬.৩.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	৩০
৭.০	অংশগ্রহনমূলক মনিটরিং (পরিবীক্ষন) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	৩০
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	৩০
৭.২	অংশগ্রহনমুলক মনিটরিং	ঃ	৩০
৭.৩	প্রশিক্ষন	ঃ	৩০-৩১
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	৩১
৮.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	৩১
৮.২	ষ্টাফিং	ঃ	৩১-৩৩
৮.৩	দায়িত্ব কর্তব্য সমূহ	ঃ	৩৩
৯.০	বাজেট ও বাজেট প্রনয়ন	ঃ	৩৩
৯.১	প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক মূলক বাজেট প্রাক্কলন	ঃ	৩৩
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	৩৩
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	৩৩
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	৩৪
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	৩৪
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মনিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	৩৪-৩৫
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	৩৫
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	৩৫
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩৫
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তন	ঃ	৩৫

১১.২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	৩৫-৩৯
১১.৩	মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	৩৬
১১.৩.১	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	৩৬
১১.৩.২	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	৩৬
১১.৩.৩	আকস্মিক বন্যা	ঃ	৩৬
১১.৩.৪	খরার প্রকোপ	ঃ	৩৬
১১.৩.৫	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	৩৬
১১.৩.৬	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	৩৬
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	৩৬
১১.৪.১	ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত/নদীর ক্ষীন প্রবাহ জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৭
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৭
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৭
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৭-৩৮
১১.৪.৫	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৮
১১.৫	অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ	ঃ	৩৮
১১.৬	কমিউনিটি ভিত্তিক মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩৮-৫১
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৫২-৫৫

পার্ট - ১
বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি ইস্যুসমূহ

১.০ ভূমিকা ঃ

মধুপুর জাতীয় উদ্যানের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র সংরক্ষন ত্রবং সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সবার সামনে তুলে ধরা ও এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া আইপ্যাক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় ও পরিবেশ উন্নয়নে সবাই দায়িত্বশীল হবে যার কারনে বনের উপর নির্ভরশীল জনগনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে এবং পরিবেশ পরিচর্চায় সর্বস্ড়রে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহের সৃষ্টি হবে। সহ-ব্যবস্থাপনার নিয়ম-নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত এলাকার স্থানীয় সুবিধাভোগীরা নিজেরাই সামর্থ হয়ে উঠবে। এছাড়াও সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাধীন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা/সীমা নির্ধারন ও এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনার আওতা বাড়ানো, বিকল্প আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রমে সমর্থন বাড়ানো, সচেতনতামুলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন ত্রবং জনগন ও বেসরকারী অংশীদারিত্ব তৈরি করা। গ্রামাঞ্চলের মানুষের জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং জীবন যাত্রার ঝুঁকি কমাতে ও পরিবেশ উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। ত্রই কর্মসূচীর মাধ্যমে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় জনসাধারনের নিরাপদ ও বৈচিত্রভরা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সুযোগ করে দেয়া। এই কর্মসূচি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারী-পুর"ষের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মনোভাব পরিবর্তনে সমর্থন যোগাবে তর"নরাও ও সামাজিক সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি দেবে ও এদের জীবন ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটাবে এবং সংরক্ষনের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলবে বলে আশা করা যায়।

১.১ অবস্থান এবং গঠন (চারপাশ) ঃ

'মধুপুর জাতীয় উদ্যান' টাঙ্গাইল বন বিভাগের ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিদ্যমান। মধুপুর বনাঞ্চল টাঙ্গাইল জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ জেলাতেও এর বিস্ড়তি রয়েছে। এটি ঢাকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের টাংগাইল থেকে ৫০ কিঃমিঃ উত্তরে ও ময়মনসিংহের ৩০ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। এই মধুপুর বনাঞ্চলের অবস্থান ২৪° ৩০' হইতে ২৪° ৫০' উত্তরে এবং ৯০° হইতে ৯০° ১০' দক্ষিণে অবস্থিত। মধুপুর বনাঞ্চল টাংগাইল জেলাধীন মধুপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন যথাক্রমে-শোলাকুড়ী, অরণখোলা, আউশনারা এবং ময়মনসিংহ জেলাধীন মুক্তাগাছা উপজেলার গোগা ও দাওগাঁও এবং ফুলবাড়ীয়া উপজেলার নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়ন-এর এলাকা নিয়ে গঠিত। মধুপুর বনাঞ্চল আশেপাশে সর্বমোট ১৮৭টি গ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত গ্রামে ১১৫টি মৌজা ও ৭টি ইউনিয়ন আছে। প্রকল্পের সর্বমোট আয়তন ৩০৯.৯৮ বর্গ কিঃমিঃ। সর্বমোট ১৮৭টি গ্রামে ৭১,০৫১টি পরিবার এবং মোট জনসংখ্যা ২,৩৬,৩৬৮; তন্মধ্যে পুর"ষ ১,২০,৫৪৩, মহিলা ১,১৫,৮২৫, এই জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৩৫,০০০, আদিবাসী গারো ও কোচ সম্প্রদায় বসবাস করছে। সর্বমোট মধুপুর বনের পরিমান ১৮৪৪৭.৪৪ হেক্টর। মধুপুর ন্যাশনাল পার্কের অধীন বনের পরিমান ৮৪৩৬.১২ হেঃ যার মধ্যে কোর অঞ্চল ২৭৮৯.৮৭ হেঃ ও বাফার অঞ্চল ৫৬৪৬.২৫ হেঃ। মধুপুর বনাঞ্চল থেকে রাবার বাগানের জন্য ৪৩১০.৫৩ হেঃ এবং বিমান বাহিনীর ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ১২৩.৬৪ হেঃ বনভূমি প্রদান করা হয়েছে। ত্রছাড়াও ত্রগ্রো ফরেষ্ট্রি পণ্ঢানট্রেশন ত্রর আওতায় ৫২২.৯১ হেঃ, শাল কপিজ ব্যবস্থাপনার আওতায় ৭০২.০০ হেঃ, উডলট বাগানের আওতায় ১৩৮২.৬২ হেঃ, ন্যাশনাল পার্ক ত্রর আওতায় ২৭৮৯.৮৭ হেঃ, কৃষি জমি ২৭৯৩.৫২ হেঃ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট ত্রর আওতায় ২৩.৭৫ হেঃ ও বাফার জোন পণ্ঢানট্রেশন এর আওতায় ২৫২.৪৫ হেঃ বনভূমি রয়েছে।

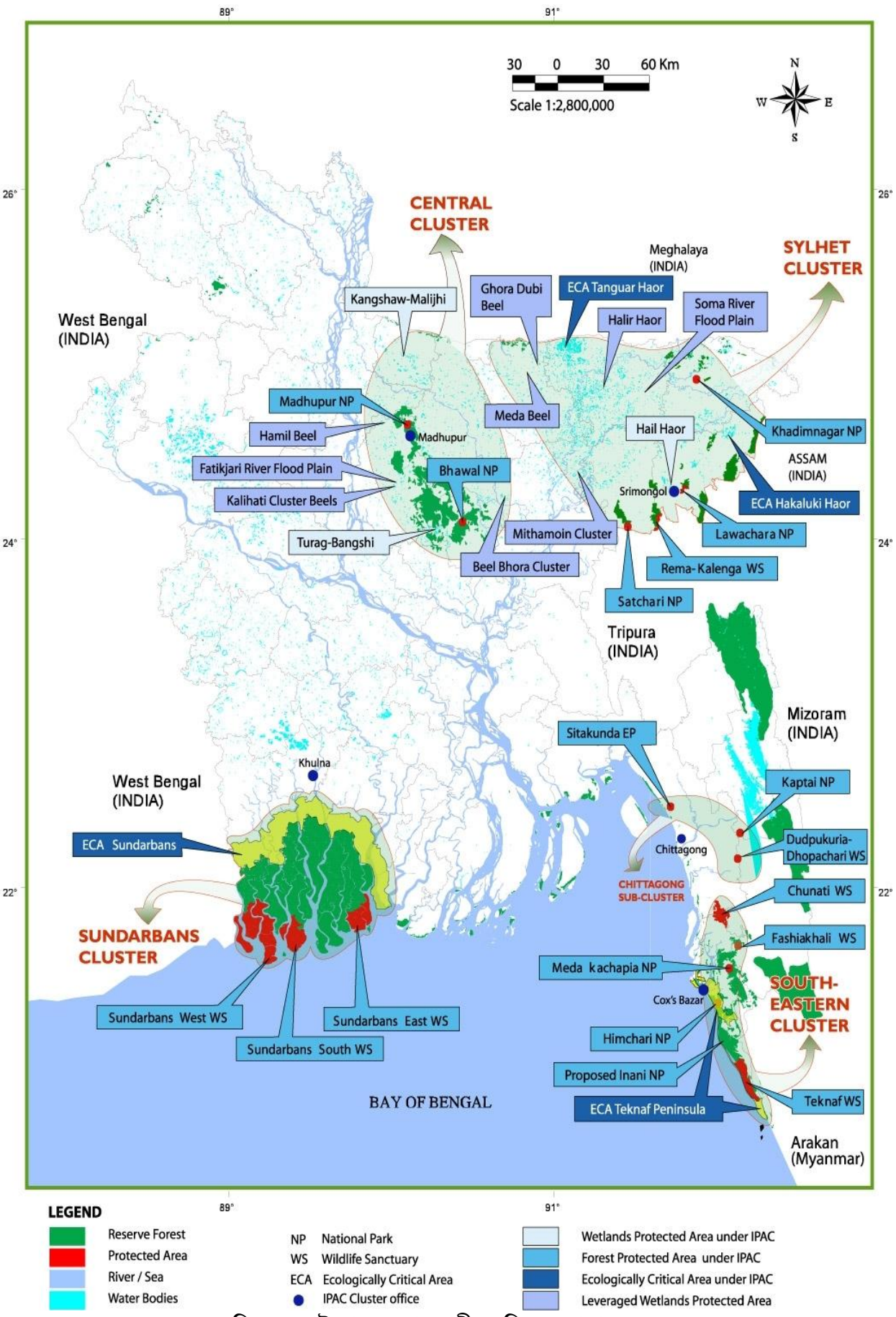

চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ

১.২ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সমুহ হলো ঃ

- মধুপুর বনাঞ্চল পূনর"দ্ধারে সহায়ক ভূমিকা পালন
- পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্রকে রক্ষা করা
- স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন
- বিকল্প জ্বালানী সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা পালন
- বন ব্যবস্থাপনায় অধিক জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- স্থানীয় জনসাধারণ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করে বনাঞ্চল ও তার সম্পদকে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা
- বনজ সম্পদের উপর নিভরশীলতা কমিয়ে স্থানীয় বনজসম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ করা
- বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা সাপেক্ষে সেখানে অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো চিহ্নিত করা
- স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ জনগনকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের মাধ্যমে জনগনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়নকে সমৃদ্ধ করা
- স্থানীয় জনগনের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করা
- রক্ষিত এলাকার বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা করা সহ প্রয়োজনীয় গবেষনার বিষয় সনাক্ত করা, ইত্যাদি

২.০ জীববৈচিত্র সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ

২.১. জীববৈচিত্রের গুর"ত্ব ঃ

জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনিত কারনে জীববৈচিত্র বড় ধরনের হুমকির সম্মুখীন। জীববৈচিত্র্য পারে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে। প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রানীর সহাবস্থান বড় নিয়ামক। মধুপুর বনভুমিতে উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের যে সমারোহ রয়েছে তা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে গুর"ত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করছে।

মধুপুর বনাঞ্চলে মোট ১৭৬ প্রজাতির গাছপালা পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে প্রধান প্রজাতি হলো শাল/গজারী। এছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ড় প্রজাতিসমুহ পাওয়া যায় সেগুলি হলো হালদু, কড়ই, ছাতিয়ান, রয়না, কদম, ঢেউয়া,গুতুম, আজুকি, নিম,কাঞ্চন, শিমুল, কাঞ্জল, জয়না, পলাশ, সোনালু, গাব, জাম, বট. অশ্বত্থ, জজ্ঞডুমুর, জিয়াল, জিগা, জার"ল, শিন্দুরী, বনাম, আমড়া, চাপালিশ, আমলকি, হরিতকী, বহেরা, হরগোজা, গাদিলা, ইত্যাদি। ভেষজ ও গুল্মোজাতীয় প্রজাতি সমুহের মধ্যে আছে শাতি, পাঞ্চ, বাসক, স্বর্পগন্ধা, উলটকম্বল, শতমূলী, পাহাড়ীআলু, আমপেং, থাজা, দুধআলু, আদুরাগ, চুটকীঘোটা, কাঠবাদাম ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক ধরনের বাঁশ ও বেত জাতীয় গাছ যেমন জয়বাঁশ, মুলীবাঁশ, জালী বেত, গলণ্ডাবেত ইত্যদি।

বর্তমানেও এই বনাঞ্চলে বেশ কিছু দূর্লব প্রজাতির ঔষধি গাছ পাওয়া যায় যেমনঃ শক্তিবিন্দু, আটপলাশ, পংখীরাজ, আলকুশি, জলডোগা, তার"চন্ডাল, শাঁশমূল, চিনিবাদাম, কুর"চ, ঢোলমানিক, আঘাতিতা, আগারগোটা, গাদিলা, টুর"কচন্ডাল, ব্রম্মচন্ডাল, কালকুসতানি, বানারী, স্বর্নলতা, টেপা, অতপনামা, পুদিনা, শাতি, একাংগী, কাবাবচিনি, তোকমা, চম্বল, জুগিনী, কস্তুরী, চিরতা, অর্শ্বগন্ধা, কালোমেঘ, ঘৃতকাঞ্চন, গোলমালঞ্চ, থানকুনি, উলটকম্বল, বনপিয়াজ, বনডালিম, জাফরান, বনতুলসী, নয়নতারা, পলাস, ঘৃতকুমারী, কামরাঙ্গা, পাথরকুচি, হাতিসুর, শিরিশ, নাগদানা, খারাজোড়া, দুধকলমী, দুধকুমড়া, জৈষ্ঠমধু, তিতাকলা,

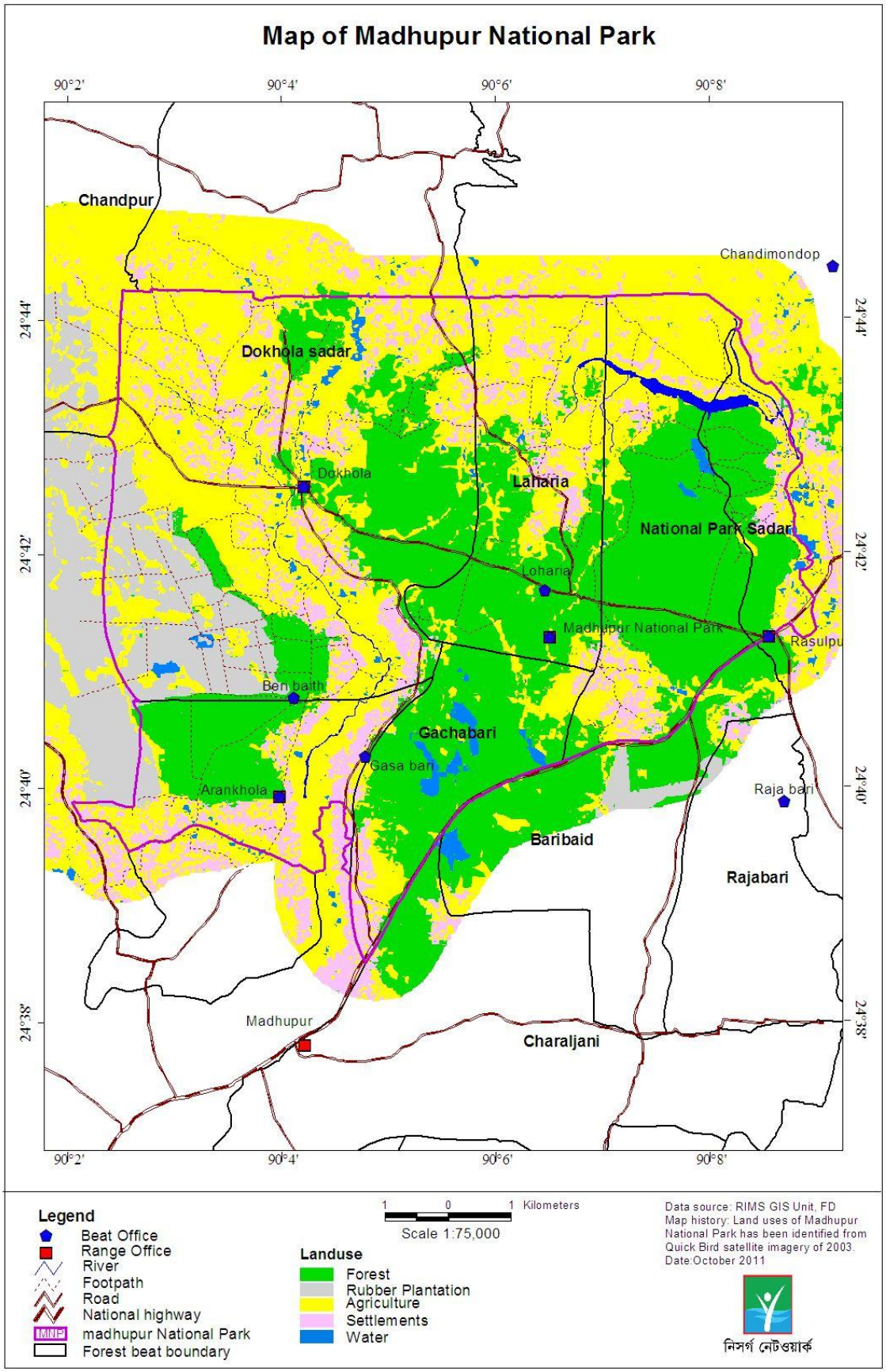

চিত্র ২ ঃ মধুপুর জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র

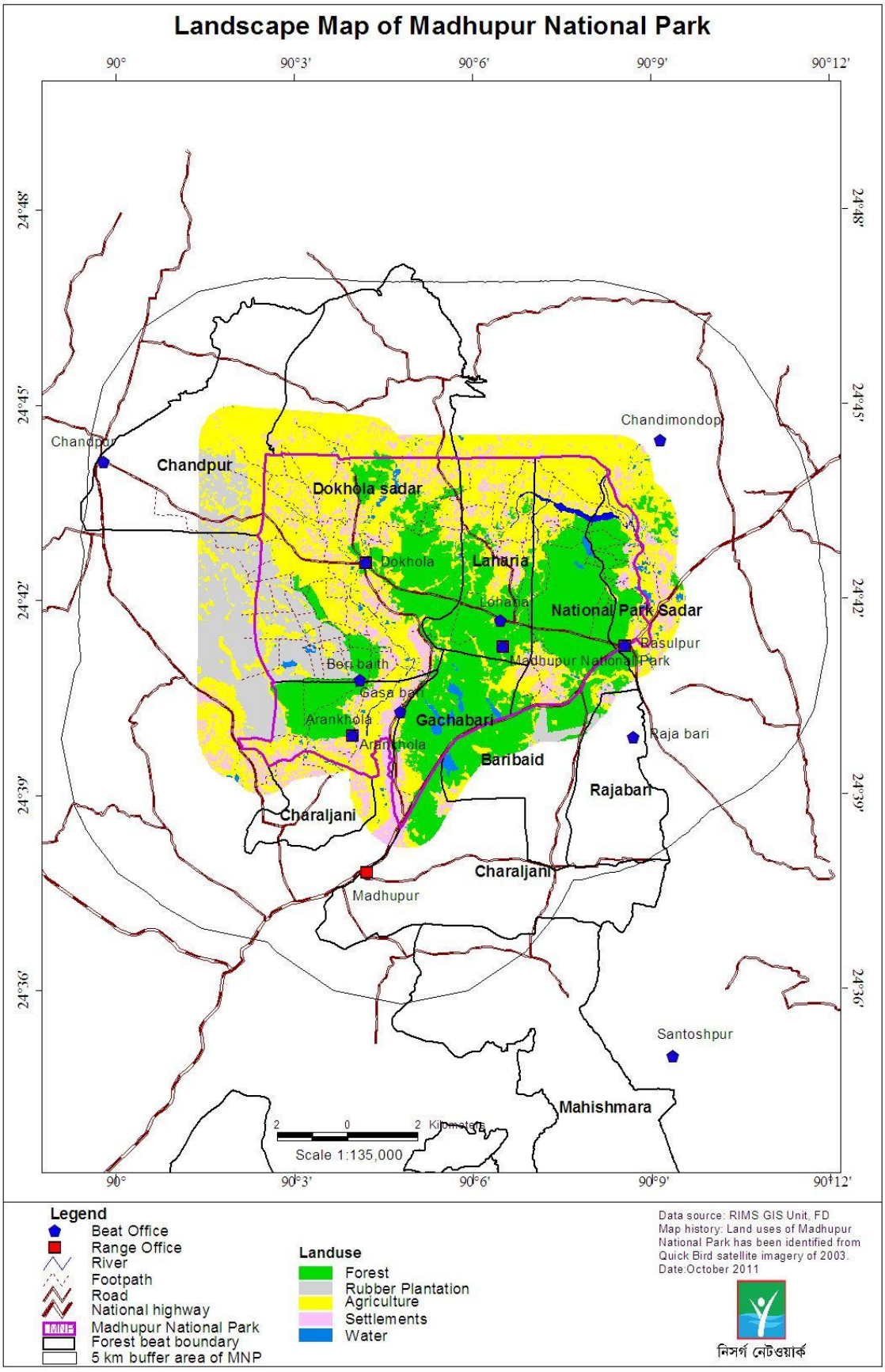

চিত্র ৩ ঃ মধূপুর জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ মানচিত্র

শেওড়া, করমোচা, ইসুপগুল, মনিরাজ, দুধনারী, বটমূল, রাহুচন্ডাল,স্বর্নশিখর, তিতবেগুন, শালপদ্ম, কৃষ্ণকাঞ্চন, বিষআলু, ইদুরদানা, মিঠাজাম, পুলজাম, অশোক, তিতগাজর, পাতিজিরা, জায়ফল, জলকুমড়া, তালমুল, কালাকুমা, দশমূল, চন্দ্রমূল, দুধরাজ, ছাইতান আলু, কদবেল, বেল ইত্যাদি। বিদেশী দ্রুতবর্ধনশীর গাছগুলির মধ্যে আছে, একাশিয়া, মেনজিয়াম, ইউক্যালিপটাস, মালাকানা ইত্যাদি।

৪ প্রজাতির উভচর প্রানী যেমন পাহাড়ী গেছো ব্যাঙ, চ্যাপ্টামাথার ব্যাঙ, আসাম সাকার ফ্রগ, এবং গারো হিল বাবলনেষ্ট ফ্রগ ত্রখানে বিদ্যমান। এছাড়াও এই বনাঞ্চলে ০৭ প্রজাতির সরীসৃপ এর মধ্যে স্পটেড পন্ড টারটেল,গঙ্গেস সফ্ট শেল টার্টেল , গ্রীন কীল ব্যাক স্নেক, কমন ক্রেইট, কোবরা ,গুইসাপ ইত্যাদি উলেণ্ঢখযোগ্য। মধুপুর বনাঞ্চলে ৩৮ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এদের মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হলো বিভিন্ন জাতের ঘুঘু, কাঠঠোকরা, এসিয়ানকোয়েল, মালকোহা, বিভিন্ন জাতের পেঁচা, ছোট সারস, পাতি কাক, ব্রাম্মী চিল, শকুন, কোকিল, ইন্ডিয়ান পিতা, ব-াক ডংগু ইত্যাদি। এই বনাঞ্চলে যে ১১ প্রজাতির স্ড়্যপায়ী প্রানী দেখা যায় সেগুলির মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হলো মায়া হরিন,বানর, মুখপোড়া হনুমান,বনবিড়াল, মেছোবিড়াল,কাঠবিড়ালী, বনমোরগ, ইন্ডিয়ান কিবেট, শিয়াল, বাঘডাস, সজারু, বেজী ইত্যাদি ।

মধুপুর বনাঞ্চলের অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র সংরক্ষনে গঠিত সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সবার সামনে তুলে ধরা ও এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে নিম্নবর্নিত বিষয়গুলি অর্জন করা সম্ভবপর ঃ

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
- উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের সহাবস্থান নিশ্চিত করা
- প্রাণিকুলের খাদ্যশিকলের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি
- প্রতিবেশ অবস্থাকে রক্ষা
- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি ইত্যাদি।

২.২ জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের উপযোগিতা / উপকারিতা ঃ

বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু মধুপুর বনাঞ্চলের অবশিষ্ট প্রাকৃতিক গাছপালা বৃদ্ধি কল্পে এবং জীবজন্তুর বিঘ্নহীন প্রজননের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন অতীব জরুরী। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষনে গৃহিত উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সমর্থন যোগাবে। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এলাকার সুবিধা বঞ্চিত স্থানীয় জনসাধারনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং আরো ব্যাপক ভৌগলিক অঞ্চল সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে এর দীর্ঘ মেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত করা। জীববৈচিত্র সংরক্ষনের ফলে সকল জীবের সহবস্থান নিশ্চিত হয়। সকল জীব পরস্পরের বেচে থাকার জন্য ত্রকে অপরের উপর নির্ভরশীল। ত্রকে অপরকে ছাড়া জীবের অস্ড়িত্ব কলপনা করা কঠিন। উদ্ভিদ ব্যতিত যেমন প্রাণী বাঁচেনা তেমনি প্রাণীর জীবন ধারনের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়। জীববৈচিত্র সংরক্ষণে উদ্ভিদ ও প্রাণী অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। জীববৈচিত্র সংরক্ষণে মধুপুর বনাঞ্চলের বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক। নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে জীববৈচিত্র সংরক্ষনের অনস্বীকার্য উপকারিতাগুলি হলোঃ

- খাদ্য শিকল বজায় রাখতে সহায়তা করা
- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি নিরাময়ে বিশেষ ভূমিকা রাখা
- মানুষ ও প্রাণীকূলের জীবন জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা
- বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা, ইত্যাদি ।

২.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ঃ

মধুপুর বনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের গুর"ত্ব অপরিহার্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মধুপুর বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের ব্যবস্থা অপ্রতুল। এ লক্ষ্যে বর্তমান উদ্যোগ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ব্যাপকভাবে বন্যপ্রানী নিধনের ফলে মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রানীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে । আগে মধুপুর বনে বিভিন্ন ধরনের মেছো বাঘ, গেছো বাঘ, বাঘডাস ও হরিন সহ বিভিন্ন প্রকার বন্যপ্রানী দেখা যেত কিন্তু কালের বিবর্তনে এই সকল প্রানী প্রায় বিলুপ্তির পথে। এরপরও সাম্প্রতিক সময়ে বানর, হনুমান সহ বিভিন্ন বন্যপ্রানী মানুষের শিকার ও ভোগের সামগ্রীতে পরিনত হয়েছে । বন্য প্রানী সংরক্ষন ও এর বৃদ্ধিকল্পে বনবিভাগ কর্তৃক মধুপুর সময়ে জাতীয় উদ্যান সদর রেঞ্জের অধীন লহরিয়া বিটে একটি হরিন প্রজনন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য যে ব্যাপক জনবল ও সুযোগ সুবিধার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বনবিভাগ কর্তৃক এহেন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয় বলে প্রমানিত হয়েছে। তবে শুধু হরিণ প্রজনন কেন্দ্রই নয় এ ক্ষেত্রে আরো অধিক সংখ্যায় বিরল প্রজাতির প্রানী অবমুক্তির পাশাপাশি তাদের সঠিক রক্ষনাবেক্ষন ও অবাধ বিচরনের জন্য বন্যপ্রানীর স্থায়ী অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা জর"রী। এ ক্ষেত্রে বন্যপ্রানী পুনর"দ্ধার ও বংশবৃদ্ধির জন্য আরো নিবিড় গবেষনা ও প্রজননের জন্য যথাযথ কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ নেওয়া অতিব দরকার। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফলজ গাছ যার ফল বন্যপ্রাণি ভক্ষণ করতে পারে তার সংখ্যা বাড়ানো জর"রী। মধুপুর বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণীর মধ্যে কাঠবিড়ালী, বনবিড়াল, বানর ও বিলুপ্ত প্রায় হনুমান, সজার", গুইসাপ, বাগদাস, হরিণ ও বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ রক্ষায় স্বল্পপরিসরে যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তা আরও বাড়ানো দরকার ।

২.৪ বনাঞ্চলের সীমা ঃ

মধুপুর বনাঞ্চলের অবস্থান ২৪ক্র ৩০' হইতে ২৪ক্র ৫০' উত্তরে এবং ৯০ক্র হইতে ৯০ক্র ১০' দক্ষিণে অবস্থিত। মধুপুর বনাঞ্চল টাংগাইল জেলাধীন মধুপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন যথাক্রমে: শোলাকুড়ী, অরণখোলা, আউশনারা এবং ময়মনসিংহ জেলাধীন মুক্তাগাছা উপজেলার গোগা ও দাওগাঁও এবং ফুলবাড়ীয়া উপজেলার নাওগাঁও ও রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়নএর এলাকা নিয়ে গঠিত। বনাঞ্চলের কোর জোন চিহ্নিত করা আছে কিন্তু সুরক্ষিত না থাকায় এর বিদ্যমান জীববৈচিত্র হুমকীর সম্মুখীন। অতিসত্তর বাফার জোন চিহ্নিত করা অতিব জর"রী।

২.৫ বনাঞ্চলের ভৌত-অবস্থা ঃ

মধুপুর বনাঞ্চলের বর্তমান অবকাঠামো/ স্থাপনা সমুহ অনেকাংশে অপ্রতুল। বিদ্যমান অবকাঠামো/স্থাপনা সমুহ সংস্কার জর"রী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। বিদ্যমান অবকাঠামো/ স্থাপনা সমুহ নিম্নর"পঃ

- রেষ্ট হাউস ৪টি, কটেজ ৫টি, পিক্নিক স্পট ৬টি, মিনি চিড়িয়াখানা-কাম-প্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ১টি, শিশু, পার্ক ১টি, আগমন/ নিগর্মন গেইট ২টি, এসিএফ অফিস ১টি, রেঞ্জ অফিস ৪টি, বিট অফিস ১০টি, পুকুর ৬টি (১টি লহরিয়া বিট ও ৫টি রসুলপুর সদর রেঞ্জ এর আওতায়)

৩.০ জীববৈচিত্র্য ও আবাসস্থল

৩.১ পরিবেশ/বাস্তুতন্ত্র ঃ (উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশেণ্ডষণ ঃ

প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রানীর সহাবস্থান বড় নিয়ামক। মধুপুর বনভুমিতে উদ্ভিদ ও প্রানীকুলের পারস্পারিক যে সহাবস্থান রয়েছে তা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে গুর"ত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করছে। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সহাবস্থানের জন্য বাস্তুতন্ত্র যে অবস্থায় বিরাজমান থাকা দরকার তা বর্তমান অবস্থায় খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়না।

৩.১.১ বনাঞ্চল ঃ

সর্বমোট মধুপুর বনের পরিমান ১৮২১৮.৬২ হেক্টর' যার মধ্যে মধুপুর ন্যাশনাল পার্কের পরিমান ৮৫০২.০২ হেঃ। ত্রর মধ্যে কোর অঞ্চল ২২০১.২১ হেঃ ও বাফার অঞ্চল ৬৩০০.৪০ হেঃ। বর্তমানে বনভূমির পরিমান হ্রাস পেলেও মধুপুর বনাঞ্চলে বেশ কিছু বড় প্রজাতির গাছ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বাফার জোনের কোন কোন এলাকায়

প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের দখলে নিয়ে আনারস, কলা, পেঁপে সহ নানাবিধ কৃষিজাত পন্যসামগ্রী চাষ করছে যার ফলে বনভূমির পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে। মধুপুর বনাঞ্চলে ১৭৬ প্রজাতির উদ্ভিদ বিদ্যমান এর মধ্যে ৭৩ প্রজাতির উদ্ভিদ ত্রবং অবশিষ্ট ঔষধি ও লতাগুল্ম। এই বনাঞ্চলে ১৪০ প্রজাতির পশুপাখি বিদ্যমান; তন্মধ্যে ১৯ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী আর অবশিষ্ট সরীসৃপ ও পাখিকুল (হোসেন ও মুহাম্মদ-১৯৯৪)।

৩.১.২ উদ্ভিদ/প্রাণী (বন্যপ্রাণী) সমূহ ঃ

বর্তমানে মধুপুর বনাঞ্চলে বিদ্যমান যে সমস্ড় উদ্ভিদ ও প্রানী দেখা যায় তার মধ্যে শাল (স্থানীয় ভাষায় গজারী) অন্যতম। এছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ড় প্রজাতিসমুহ পাওয়া যায় সেগুলি হলো হলদু, কড়ই , ছাতিয়াণ, রয়না, কদম, ঢেউয়া, গুতুম, আজুকি, নিম, কাঞ্চন, শিমুল, কাঞ্জল, জয়না, পলাশ, সোনালু, গাব, জাম, বট, অশ্বত্থ, জজ্ঞডুমুর, জিয়াল, জিগা, জার"ল, শিন্দুরী, বনাম, আমড়া, চাপালিশ, আমলকি, হরিতকী, বহেরা, হরগোজা, গাদিলা ইত্যাদি। ভেষজ ও গুল্মোজাতীয় প্রজাতি সমুহের মধ্যে আছে শাতি, পাঞ্চ, বাসক, স্বর্পগন্ধা, উলটকম্বল, শতমূলী, পাহাড়ী আলু, আমপেং, থাজা, দুধ আলু , আদুরাগ, চুটকীঘোটা, কাঠবাদাম ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক ধরনের বাঁশ ও বেত জাতীয় গাছ যেমন জয়বাঁশ, মুলীবাঁশ, জালী বেত, গলণ্ডাবেত ইত্যদি। বর্তমানেও এই বনাঞ্চলে বেশ কিছু দূর্লব প্রজাতির ঔষধি গাছ পাওয়া যায় যেমন শক্তিবিন্দু, আটপলাশ, পংখীরাজ, আলকুশি, জলডোগা, তার"চন্ডাল, শাঁশমূল, চিনিবাদাম, কুর"চ, ডোলমানিক, আঘাতিতা, আগারগোটা, গাদিলা, কালকুসতানি, বানারী, স্বর্নলতা, টেপা, অতপনামা, পুদিনা, শাতি, একাংগী, কাবাবচিনি, তোকমা, চম্বল, জুগিনী, কস্তুরী, চিরতা, অর্শ্বগন্ধা, কালোমেঘ, ঘৃতকাঞ্চন, গোলমালঞ্চ, থানকুনি, বনপিয়াজ, বনডালিম, জাফরান, বনতুলসী, নয়নতারা, পলাস, ঘৃতকুমারী, কামরাঙ্গা, পাথরকুচি, হাতিসুর, শিরিশ, নাগদানা, খারাজোড়া, দুধকলমী, দুধকুমড়া, জৈষ্ঠমধু, তিতাকলা, শেওড়া, করমোচা, ইসুপগুল, মনিরাজ, দুধনারী, বটমূল, রাহুচন্ডাল, স্বর্নশিখর, তিতবেগুন, শালপদ্ম, কৃষ্ণকাঞ্চন, বিষআলু, হাঁড়জোড়া, ইদুরদানা, মিঠাজাম, পুলজাম, অশোক, তিতগাজর, পাতিজিরা, জায়ফল, জলকুমড়া, তালমুল, কালাকুমা, দশমূল, চন্দ্রমূল, দুধরাজ, ছাইতান আলু, কদবেল, বেল, ইত্যাদি। বিদেশী দ্র"তবর্ধনশীর গাছগুলির মধ্যে আছে একাশিয়া, মালাকানা, ইউক্যালিপটাস, ইত্যাদি। ত্রছাড়াও সামাজিক বনায়নের আওতায় আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস ও ম্যানজিয়াম গাছের বাগান করা হয়েছে।

বনাঞ্চল এলাকায় প্রাপ্ত ৪ প্রজাতির উভচর প্রানী যেমন পাহাড়ী গেছো ব্যাঙ, চ্যাপ্টামাথার ব্যাঙ, আসাম সাকার ফ্রগ, এবং গারো হিল বাবলনেষ্ট ফ্রগ। বর্তমানেও এই বনাঞ্চলে সাত প্রজাতির সরীসৃপ এর মধ্যে স্পটেড পন্ড টারটেল, গঙ্গেস সফ্ট শেল টার্টেল, গ্রীন কীল ব্যাক স্নেক, কমন ক্রেইট, কোবরা, গুইসাপ ইত্যাদি। মধুপুর বনাঞ্চলে ৩৮ প্রজাতির পাখি দেখা যায়, এদের মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য হলো বিভিন্ন জাতের ঘুঘু, কাঠঠোকরা, এসিয়ানকোয়েল, মালকোহা, বিভিন্ন জাতের পেঁচা, ছোট সারস, পাতি কাক, ব্রাম্মী চিল, শকুন, কোকিল, ইন্ডিয়ান পিতা, ব- াক ডংগু ইত্যাদি। এছাড়াও যে ১১ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী দেখা যায় সেগুলির মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য হলো মায়া হরিন, বানর, মুখপোড়া হনুমান, বনবিড়াল, মেছোবিড়াল, কাঠবিড়ালী, বনমোরগ ,ইন্ডিয়ান কিবেট, শিয়াল, বাঘডাস, সজার", বেজী ইত্যাদি। অতীতে বাঘ, বন্যশুকুর, বনমহিষ, হেজা, শিয়াল, বনবিড়াল, উদ এসকল জীববৈচিত্র্য বেশী পরিমান দেখা যেত বর্তমানে কমে গেছে।

উদ্ভিদ ও লতাগুল্ম, বহু প্রকার ঔষধি গাছপালার বংশবিস্ড়ার করছে, বনবিভাগ ও জনগণের যৌথ উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে উদ্ভিদ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিচ্ছে, ব্যক্তিগত ও বনবিভাগের উদ্যোগে ঔষধি গাছ রোপন ও পরিচর্যার মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৩ বনাঞ্চল ভিত্তিক পণ্যসমূহ ঃ

বনাঞ্চল ভিত্তিক পণ্যসমূহকে কয়েকটি শ্রেনীতে ভাগ করা যেতে পারে যেমন ঃ

বনজ ঃ আসবাবপত্র ও ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত কাঠ, জ্বালানী কাঠ, বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি গাছসমুহ, ইত্যাদি।

ফলজ ঃ চালতা, হরিতকি, বহেড়া, আমলকি, চাপালিশ, বন্যকাঠাল, জাম, বট, ডুমুর ইত্যাদি।

কৃষিজাত ঃ আনারস, কলা, পেঁপে, কাঁঠাল, আদা, হলুদ, আম, লিচু ইত্যাদি।

৩.২ জীব-বৈচিত্রের ব্যবহার ঃ

বনাঞ্চলের আশেপাশে অবস্থানরত/বসবাসকারী অতি দরিদ্র লোকজন খাদ্য, ঔষধি ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করছে জংলী আলু, একাংগী, বয়রা গাছ, অর্জুন গাছ, তিতি জাম, ওদা জাম, জীবজন্তুর মাংস, কচ্ছপ, কুইচ্ছা, গজারী গাছের পাতা ও ধূপ। স্থানীয় আদিবাসিরা অনেক সময় বন্যপ্রানী আইন থাকা সত্ত্বেও গোপনে তাদের মাংসের ভক্ষনের জন্য বন্যপ্রানী শিকার করছে। তাছাড়া স্থানীয় লোকজন কাঠ ও জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করে বনভুমির বিরাট ক্ষতিসাধন করছে যাতে বনের আয়তন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে বাফার জোনে এখনও কিছু কিছু শিকারী বন্য জীবজন্তু শিকারের কাজে নিয়োজিত আছে। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্তমানে মানুষকে সচেতন করতে বন বিভাগ ও বিভিন্ন সংগঠন নানা রকমের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিযে যাচ্ছে। এ সমস্ড় কার্যক্রমের ফলে স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন-গাছ কাটার পরিমান আগের তুলনায় কমেছে, জীবজন্তু নিধন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে ।

৪.০ জীববৈচিত্র ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য গৃহিত বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা

৪.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ ঃ

মধুপুর বানাঞ্চলে যে সকল ত্রলাকায় বন ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে সেই সকল ত্রলাকায় পূন: বনায়নের লক্ষ্যে বন বিভাগ স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম চালু করেছে। সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থা চালুর পর থেকেই সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীরা নিজ নিজ পণ্ঢটের বনায়ন রক্ষা ছাড়াও বিদ্যমান প্রাকৃতিক বন রক্ষা করছে।

মধুপুর বনাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য টাঙ্গাইল বন বিভাগের মাধ্যমে সরকারী বিশেষায়িত প্রকল্প (রিভেজিটেশন প্রকল্প) বাস্ড়বায়ন করছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যমান বনেরও উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। বনের উপর নির্ভশীল লোকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ করে জীবন যাত্রার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে।

বন্যপ্রাণির সংরক্ষনের জন্য বিদ্যমান বন্যপ্রাণী সংরক্ষন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন ছাড়াও বিদ্যমান বন্যপ্রানী আইন যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

বন বিভাগের সংশি- ষ্ট কর্মকর্তা ও স্টাফদের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য বনভূমির পরিবেশের উন্নয়ন তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৃক্ষ নিধন ও বন্যপ্রাণী (পশুপাখী) শিকার বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সম্প্রতিক সময়ে বন প্রহরীদের সাথে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমিউনিটি ফরেষ্ট ওয়ার্কারও বনে টহল দিচ্ছে।

বনাঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বনভূমির জবর দখল ও অবৈধ বসবাস করার অপপ্রয়াস বন্ধেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, ইত্যাদি।

৪.২ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ঃ

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় বনবিভাগ কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করছে তা হলোঃ

বন্যপ্রাণি সংরক্ষনের জন্য ব্রিডিং সেন্টার স্থাপনসহ বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহন করছে যা তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরনের পাশাপাশি আবাসস্থলকেও সমৃদ্ধ করছে।

বন্যপ্রাণি সংরক্ষনের পাশাপাশি বন্যপ্রাণির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য মধুপুর বনের মধ্যদিয়ে যে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ মহাসড়ক চলে গেছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সচেতনামূলক সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

চালকদের গাড়ী চালনা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনামূলক সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে যেন দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে কোন বন্যপ্রাণী মারা না যায়।

বর্তমান অবস্থায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষন ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্নিত বিষয়বস্তু অন্র্ভুক্ত করা প্রয়োজন ঃ

- মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রানীর জন্য যে কয়টি জলাধার আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । বন্যপ্রাণীর সুপেয় পানির ব্যবস্থা আছে কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে বন্যপ্রানীর অবাধে ও নির্বিঘ্নে পানি পান করার জন্য সংস্কারযোগ্য বিভিন্ন খাল, পুকুর তথা জলাধার পুনঃসংস্কারের পাশাপাশি আরো অধিক পরিমানে জলাধার নির্মান করা জর"রী।
- বন্য প্রাণির অবাধ বিচরণ তথা নিরাপদ ব্যবস্থা অপ্রতুল। বন্যপ্রানীর অবাধ ও নির্বিঘ্নে বিচরনের জন্য মুধুপুর জাতীয় উদ্যানে বনাঞ্চল সীমারেখা বা বাউন্ডারী চিহ্নিত করা নাই, তাছাড়া বনের কোর অঞ্চলও অরক্ষিত। তাই বনের বিভিন্ন জীবজনন্তু তথা প্রানীকুল বিভিন্ন সময়ে খাবার তথা শিকারের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আছে ফলে বিভিন্ন ধরনের অসাধু ও বিবেকহীন মানুষের শিকারের উৎস্যে পরিনত হয় যার ফলশ্র"তিতে দিন দিন বন্যপ্রানী সহ অন্যান্য জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে বন্যপ্রানীর অবাধ বিচরন সহ নিরাপদ আবাসস্থলের জন্য বনাঞ্চল সীমারেখা সনাক্তকরন জর"রী হয়ে পড়েছে।
- বন্যপ্রানী সংরক্ষন ও এতদসংক্রান্ড় রক্ষনাবেক্ষনের জন্য স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্বতা রয়েছে। স্থানীয় জনগন বন্যপ্রানী সংরক্ষনের বিষয়ে উদাসীন এবং অনেকাংশে বন্যপ্রানীর শিকারের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রানী এমনকি ইদানিং বনের হনুমান, বানর সহ অন্যান্য প্রানী মানুষের নির্দয় শিকারের আগ্রাসনে পরিনত হচ্ছে। বন্যপ্রানী আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এ সংক্রান্ড় কোন প্রচার ও প্রপাগান্ডা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া বন্যপ্রানী আইনের প্রয়োগ তথা বিধানের শিথিলতাও আইন পালনের প্রতি মানুষের উদাসীনতার জন্য মুধুপুর জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রানী সংরক্ষন অনেকাংশে হুমকীর সম্মখীন এবং এতদসংক্রান্ড় যথাযথ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন অনেকটা সময়ের দাবিতে পরিনত হয়েছে।

৪.৩ জীববৈচিত্রের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর"দ্ধার ঃ

প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রানীর সহাবস্থান বড় নিয়ামক। বর্তমানে মধুপুর বনাঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের পারস্পারিক যে সহাবস্থান রয়েছে তা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় অনুকূল নয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সহাবস্থানের জন্য বাস্তুতন্ত্র যে অবস্থায় বিরাজমান হওয়া দরকার তা বর্তমান অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না। বনবিভাগ ত্রবং বনবিভাগের সহযোগিতায় আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে জীববৈচিত্রের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর"দ্ধার কল্পে বর্তমানে গৃহীত কার্যক্রমগুলি হলোঃ

- বনের হনুমান সহ অনান্য প্রাণীকে রক্ষার জন্য সচেনতামুলক প্রচারনা
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনের আচ্ছাদন বৃদ্ধি
- বন্যপ্রাণীর খাদ্য ও আবাসস্থল নিশ্চিত করার জন্য ফলজ, বনজ গাছ লাগানো
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য লহরিয়ায় অবস্থিত ব্রিডিং সেন্টারটির সম্প্রসারন ত্রবং উন্নয়ন
- বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ যেমন নিম, অর্জুন, জাম, হরিতকি, বহেরা প্রভৃতি রোপন ত্রবং সংরক্ষণ
- সরকারী এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঔষধিগাছের বাগান করা হচ্ছে যা অনেককে উৎসাহিত করছে

৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন ঃ

মধুপুর জাতীয় উদ্যানে পর্যটন ব্যবস্থা অপ্রতুল। দু-ত্রকটি পর্যবেক্ষন কেন্দ্র, রেস্ট হাউজ ব্যতিত তেমন কোন পরিবেশ বান্ধব পর্যটন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি ফলে পর্যটকদের অবস্থানসহ উদ্যানের দৃশ্য উপভোগ সবসময় সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া পর্যটকদের উদ্যানের পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য যথাযথ সচেতনতা সাইনবোর্ড, ম্যসেজবোর্ড ও ডাষ্টবিন স্থাপন একেবারে নাই বললেই চলে। পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়নের জন্য মধুপুর জাতীয় উদ্যানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করার যথেষ্ঠ সুযোগ রয়েছে ত্রবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্ড়বায়িত হলে পর্যটনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়, কর্মসংস্থান ও পরিবেশ উন্নয়নে যথেষ্ঠ ভুমিকা রাখবে।

৪.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

বনের মধ্যে নামা/নিচু জমিতে এক ফসলী ও দু'ফসলী ধান চাষ হয়, যা কৃষকগণ নিজেদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বাড়ীর আঙ্গিনায় এবং আশেপাশে কিছু কিছু শাক-সবজী ও ফলজ গাছ রোপন করা হয়। এগুলো কিছু খাদ্য ও অবশিষ্ট বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। আদা, রসুন, হলুদ, আনারস, কলা, পেঁপে, শতমূল, উলটকম্বল, অনন্ড়মূল ও লজ্জাবতী ইত্যাদি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যদিও কিছু কিছু স্থানীয় জনসাধারন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কিন্তু অর্থনেতিক গুর"ত্ব বিচারে এর ব্যবস্থাপনার জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

৪.৬ অংশগ্রহণমূলক পরীবীক্ষণ/মনিটরিং ঃ

মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বর্তমানে বন্যপ্রানী বিশেষজ্ঞ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নেই। বনবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে সহ-ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষনের বিষয়ে আধুনিক ধ্যান ধারনা প্রদান করা যেতে পারে। বর্তমানে বন্যপ্রানী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে মনিটরিং এর তেমন কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না। বনবিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী নিজেরাই এ কাজটি করে থাকেন।

৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ ঃ

সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় তৃণমুল পর্যায়ে সকল ধরনের জনসাধারনের অংশগ্রহনের গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্য অপরিহার্য। আইপ্যাক প্রকল্প সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে শক্তিশালী এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামর্থ্য বৃদ্ধির বিষয়ে সহযোগিতা করে চলেছে।

বর্তমানে বনবিভাগের রি-ভেজিটেশন প্রকল্প বাস্ড়বায়নের ফলে কমিউনিটি ফরেষ্ট ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সর্বমোট ৪০২ জন যার মধ্যে দোখলতে ১৬৭ জন ত্রবং রসুলপুরে ২৩৫ জন) বিকল্প কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে ফলে বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে উলেণ্ঢখ্য যে ৪০২ জন কমিউনিটি ফরেষ্ট ওয়ার্কারদের মধ্য থেকে ১০০ জন (সিপিজি) কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্র"পের সদস্য রয়েছেন।

প্রশিক্ষনের চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক কমিউনিটি ফরেষ্ট ওয়ার্কারকে দৈনিক ১৫০ টাকা করে প্রশিক্ষন ভাতা দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষন সমাপ্তির পর প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রতিজনকে প্রতি সপ্তাহে ২০০ টাকা করে দেয়া হবে। রি-ভেজিটেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫০০ পরিবারকে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রতি পরিবারকে ১১,০০০ টাকা করে উপকরন সুবিধা দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে গৃহপালিত পশু ক্রয়ের জন্য ৫৫০০ টাকা, জৈব সার বাবদ ১০০০ টাকা, গাছের চারা (বনজ ও ফলজ) বাবদ ১০০০ টাকা, সবজি চাষে ১০০০ টাকা ত্রবং সার্বিক পরিবেশ উন্নয়ন বাবদ ৩০০০ টাকা। পুনর্বাসিত প্রতি পরিবারকে ১ টি করে উন্নত চুলা দেয়া হবে।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণকে সমৃক্ত করে ১০০০ হেঃ বনায়ন করা হবে।

সু-শাসন ও বন বিভাগের স্বচ্ছতা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার যথেষ্ঠ সুযোগ আছে।

দীর্ঘদিন থেকে বনবিভাগের প্রতি জনগণের ভুল বুঝাবুঝিতে বনবিভাগের আরো যথেষ্ঠ ভুমিকা পালনের সক্রিয় সুযোগ রয়েছে।

আইপ্যাক ও বন অধিদপ্তরের রি-ভেজিটেশন প্রকল্প উভয়ই পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের অধীন ত্রবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশাবলী প্রায় অভিন্ন। রি-ভেজিটেশন প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১২ইং পর্যন্ড় এবং আইপ্যাক প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৩ইং পর্যন্ড়। উলেণ্ঢখ্য যে রি-ভেজিটেশন প্রকল্প সমাপ্তির পর আইপ্যাক এই প্রকল্পের আধীন সম্পাদিত কার্যাবলী দেখাশুনা করতে পারে।

৫.১ ল্যান্ডস্কেপ-এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি

৫.২ ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ ঃ

কোর জোন থেকে চর্তুরপাশে পাঁচ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকাকে ল্যান্ডস্কেপ জোন হিসাবে সনাক্ত করা হয় । মধুপুর জাতীয় উদ্যানের কোর এলাকাসহ বাফার এলাকায়ও বেশ কিছূ বনভূমি সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এখনও বেশ কিছূ সামাজিক বনের আওতায় আনার সুযোগ রয়েছে।

উলেণ্ঢখ্য যে বন নির্ভরশীল বেশী ভাগ জনগনের বসবাস ল্যান্ডস্কেপ জোন এর মধ্যে। কাজেই মধুপুর বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে ল্যান্ডস্কেপ জোন এর মধ্যে বসবাসকারী বন নির্ভরশীল জনগনের আর্থিক উন্নয়নের বিষয়টি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। কাজেই ল্যান্ডস্কেপ জোন এর উন্নয়নের বিষয়টির উপর বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

৫.২ রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ঃ

মধুপুর বানাঞ্চলের ল্যান্ডস্কেপ জোনে ব্যাক্তি মালিকানাধীন কৃষি জমি, বসতভিটা, হাট বাজার, দোকান পাট, পুকুর, গোচারণ ভূমি, রাস্ড়ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় উপাসনালয়, ক্লাব ও এনজিও অফিস ইত্যাদি বিদ্যমান।

৫.৩ ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা ঃ

বনাঞ্চলে অবস্থিত নিচু জমিতে স্থানীয় জনগন কিছু কিছু অংশে দুটি ফসল আবাদ করে থাকে। বসতভিটার আঙ্গিনায় ও আশেপাশে শাক-সবজী ও ফলের গাছ রোপন করে থাকে এবং পুকুরে মাছ চাষ করে আমিষের অভাব পূরণ করে। বেশীরভাগ প্রান্ড়িক চাষীরা স্বল্পমুল্যে জমি অন্যের কাছে লিজ দেয়া, যেখানে আনারস, কলা, পেঁপে, কাঁঠাল, আদা, হলুদ ইত্যাদি চাষ করা হয় যা স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারনের জীবন জীবিকার উপর তেমন কোন উলেণ্ঢখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

৫.৪ সংশি- ষ্ট/সংলগ্ন গ্রামসমূহ ঃ

ল্যান্ডস্কেপ এলাকার আওতাধীন সংশিণ্ঢষ্ট/সংলগ্ন গ্রামসমূহ হল:

জালবাদা, সাধুপাড়া, কাকড়াগুনি, বেদুরীয়া, জয়নাগাছা, চুনিয়া, পেগামারী, ভূটিয়া, আমলীতলা, চাপাইদ, বেরীবাইদ, গেৎচুয়া, মাগন্ড্রীনগর, রাজবাড়ী, জলই, টেলকী, গায়রা, নয়নপুর, সাইনামারী, কামারচালা, মমিনপুর, ধরাটী, জলছত্র, গাছাবাড়ী ইত্যাদি।

৫.৫ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা ঃ

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে মোট ৩ শ্রেনীর ১৮ ধরনের স্টেকহোল্ডার আছে। প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার যারা প্রত্যক্ষভাবে বনভুমির সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় শ্রেনীর স্টেকহোল্ডারগন পরোক্ষভাবে বনভুমির সাথে জড়িত যারা ব্যবসা কাজের সাথে নিযুক্ত রয়েছে। তৃতীয় শ্রেনীর স্টেকহোল্ডারগন প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। ১৩ ধরনের প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার যারা প্রত্যক্ষভাবে বনজ সম্পদের সাথে জড়িত যেমন জ্বালানী কাঠ সংগ্রহকারী প্রায় ৮০%, জ্বালানী কাঠ বিক্রেতা প্রায় ২০%, অবৈধ গাছ আহরনকারী প্রায় ১৫%, মহলদার প্রায় ৫%, দখলদার প্রায় ৪০%, ফল সংগ্রাহক প্রায় ৫০%, পিঁপড়ার ডিম সংগ্রহক প্রায় ১০%, সব্জী সংগ্রাহক প্রায় ৪০%।

মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ জোন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এ পর্যন্ড় প্রায় ১৬৬ টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান (বড় ধরনের) গড়ে উঠেছে যার মধ্যে মির্জাপুর ইউনিয়নে ১০৫ টি এবং কাউলতিয়া ইউনিয়নে আছে ৫৮ টি ও প্রহলণ্ঢাদপুর ইউনিয়নে আছে ৩টি। এছাড়াও স'মিল মালিক ও অপারেটর সংখ্যা প্রায় ৬৬ টি, ফার্নিচার মালিকের সংখ্যা প্রায় ১৪৭ ও ইটভাটার মালিক সংখ্যা প্রায় ২৮ জন। পেশার ক্ষেত্রে এ সকল গ্রামের মানুষদের মধ্যে কৃষিজীবী প্রায় ৪০-৫০%, চাকুরীজীবী প্রায় ৩০-৪০%, শ্রমিক প্রায় ২০-২৫%,ক্ষুদ্রব্যবসায়ী প্রায় ২-৩% ও প্রবাসী প্রায় ৩-৫%। সর্বপরি এ এলাকার প্রায় ৭-১০% ধনীশ্রেনীর, প্রায় ২০-২৫% মধ্যবর্তী শ্রেনীর, প্রায় ৪০-৫০% গরীব এবং প্রায় ১০-১৫% অতিদরিদ্র শ্রেনীর লোক বাস করে।

৫.৬ কৃষি জমি ও বসতভিটার ব্যবহার ঃ

কৃষি জমিতে: আনারস, কলা, পেঁপে, আদা, হলুদ (৬০% জমিতে) চাষ করা হয়। বসত ভিটায়: শাকসব্জি, ফলজবৃক্ষ, লাউ, চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, ঢেঢ়শ, পটল, করলা, চিচিঙ্গা, মরিচ ইত্যাদি ফসলাদি, শাক-সবজি, ফলজ বৃক্ষাদি রোপন এবং জলাশয়ে মৎস্য চাষ করা হয়।

৫.৭ বনভূমি অবৈধ দখল ঃ

কিছু অসাধু ও প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা বনভূমির জবর-দখল হচ্ছে। মধুপুর বনাঞ্চল সহ দেশের অন্যান্য বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে এটি অপ্রিয় সত্য যে, বিভিন্ন পন্থায় বনবিভাগের জমি অবৈধ দখলদারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু অসাধু লোক বিভিন্ন প্রকার কারসাজির মাধ্যমে বনবিভাগের জমি অবৈধ দখল নিয়ে বন উজার করে সেখানে বিভিন্ন জাতের কৃষিজ পন্যের চাষাবাদ করছে। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যাক্তি , ভুমি দুস্য, আদিবাসী নেতা ,বনের জমি (বিশেষ করে বাফার এলাকা) জবরদখল বা ইজারা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল যেমন: কলা, আনারস,আদা,রসুন ইত্যাদি চাষ করছে। ফলে একদিকে যেমন বন ধ্বংস হচ্ছে অন্যদিকে বনের জমি অন্য কাজে ব্যবহার হওয়াতে পরিবেশের ভারসাম্য সহ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। এ ছাড়া মধুপুর বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে বনের কোর অঞ্চলের কাছাকাছি বাফার অংশের কিছু জমিতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশমালা

১.০ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা

১.১ উদ্দেশ্যঃ

সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের রক্ষিত এলাকার বনভুমি, জলাভুমি ত্রবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন ত্রলাকার (ECA) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে সাথে সাথে এর উপর নির্ভরশীল জনগনের আর্থিক উন্নতি সাধন। বনবিভাগ, মৎস্য বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী ষ্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে এই কাজ বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত সহব্যবস্থাপনার কাউন্সিল/কমিটির গঠন, সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন ও বজায় রাখা ত্রবং বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দ্বারা আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা তাদের দায়িত্ব ও ভুমিকা ভাগাভাগি করে পালন করার কথা। সম্বন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) হলো বনবিভাগ, মৎস্য বিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর একটি সম্বন্বিত প্রকল্প যার মূল উদ্দেশ্য হলো ''নিসর্গ কর্মসূচীকে" বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা। এই প্রকল্পের মূল প্রচেষ্টা হলো বনের জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বাস্ড়বায়ন সামর্থ্যতা বৃদ্ধি এবং ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে ফলপ্রসূ সহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে সাহায্য করা।

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঃ

মধুপুর বনাঞ্চল উন্নয়নে সমন্বিত কার্য্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই। এই বনের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী-অআদিবাসী বনের উপর নির্ভরশীল জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা একান্ড় প্রয়োজন। তদানীন্ড়ন বৃটিশ শাসনামল থেকে অদ্যাবধি বনবিভাগ একক প্রচেষ্টায় বন ও পরিবেশ যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে না পারার প্রেক্ষিতে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে জীববৈচিত্র সংরক্ষণে নেতিবাচক প্রভাব এবং তৎপ্রেক্ষিতে নেতিবাচক মনস্ড়ত্বিকগত আচরণেরও ইতিবাচকতার দিকে নিয়ে আসার প্রয়াস অব্যাহত রাখা আবশ্যিক ব্যাপার। সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গৃহিত সময়োচিত বা যুগপোযোগি পদক্ষেপ গ্রহণে এলাকার জনসাধারণের নেতিবাচক মনস্ড়ত্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মধুপুরের বাস্ড়ব অবস্থার প্রেক্ষিতে মধুপুর বনাঞ্চলের আদিবাসী অআদিবাসী জনগণ ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের যৌথ ও সমন্বিত উদ্যোগই জীববৈচিত্র যথাযথ সংরক্ষণে সহায়ক হতে পারে বলে বিবেচনায় আনা যায়।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহঃ

সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলোকে সফল করতে হলে মূলত: যে সকল কর্মকান্ড হাতে নেওয়া প্রয়োজন তা হলোঃ

- একটি সহ ব্যবস্থাপনা মডেল প্রস্তুত করা ও প্রাসংগিক পরিকল্পনার ছক তৈরী করা
- পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্যতা ফিরিয়ে আনা
- এ আই জি এর মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা যাতে বনের উপর চাপ কমে
- প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সামর্থ্যতা বৃদ্ধি
- শালবন কর্তনে পুরোমাত্রায় নিষিদ্ধকরণে সহায়তাকরন
- পশুপাখি নিধনে প্রচলিত আইনের যথারীতি প্রয়োগ
- বন্যপ্রাণী এবং মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলমূলের গাছ যেমন: আম, কাঁঠাল, জলপাই, আমলকী, পেয়ারা, লিচু লেবু, কলা প্রভৃতি প্রজাতির গাছ রোপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা
- বনাঞ্চলের ফাঁকা/পতিত জায়গায় শাল, সেগুন, মেহগনি প্রজাতির চারা রোপন, যা মানুষের পরিচর্য্যা বিহীন অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠে
- এলাকার মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য বাঁশ ও বেত বাগান সৃজনে উৎসাহিত করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

- ঔষধি বৃক্ষ ও গুল্ম ব্যাপকভাবে রোপন ও বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সহায়তা করা
- এলাকার আদিবাসী-অআদিবাসী দরিদ্র জনগণ যারা বনের উপর নির্ভরশীল তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে স্বল্পমধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বাস্ড়বসম্মত কার্য্যক্রম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন
- জীববৈচিত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুর"ত্ব সম্পর্কে কৌশলগত এলাকায় সমাজ ও গ্রাম্য নেতাদের সচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার/কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা
- শিক্ষক/ইউ.পি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ও স্থানীয় এলিট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে সভা-সেমিনারের আয়োজন করা
- মহিলাদের জন্যেও একই ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ
- হাইস্কুল এর শিক্ষার্থী ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ
- বসতভিটার পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরণের কাষ্ঠল ও ফলজ বৃক্ষাদি রোপনে উৎসাহিত ও সহায়তা করা
- মধুপুর বনাঞ্চলের কোর অঞ্চল, বাফার অঞ্চল ও ল্যান্ডস্ক্যাপ অঞ্চল এর সীমানা নির্ধারণ পূর্বক বন উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বাস্ড়বসম্মত ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ
- বনাঞ্চলে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্য্যক্রম গ্রহণের পূর্বে প্রি-প্রায়র এবং কনসেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক কার্য্যক্রম প্রয়াস ও বাস্ড়বায়ন
- বনাঞ্চলের সম্পদ আহরণ ও বিপননে এলাকার লোকদের অংশীদারিত্ব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মুল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলোও হাতে নিতে হবেঃ

- একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজের পলিসি নির্দেশনা এবং সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতি রেখে গড়ে তোলা যার সাথে প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মুনাফা ভাগাভাগির ব্যাবস্থা থাকবে
- জীববৈচিত্র্যের উৎস্য সমূহের জরিপ পরিচালনা করা
- বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারন বিষয়ক কার্যক্রম গড়ে তোলা
- স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে করে তারা সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, আয়-বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলকার সুবিধাগুলি উন্নয়ন করতে পারে
- উদ্যানের মধ্যে পর্যটক এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধার উন্নয়ন করা
- জরিপ করা এবং উদ্যানের সীমানা চিহ্নিত করা

১.২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ ঃ

ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম(ভিসিএফ) ঃ এটি একটি গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্ড়র যা বনভুমির কোন না কোনভাবে সম্পদের উপর সম্পৃক্ত এবং স্থানীয় জনগনের মতামতের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন করা। মূলত: এ ফোরামের কাজ হচ্ছে স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ গ্রামের বনভুমির কে কোন ধরনের ক্ষতি করছে তা বনবিভাগ ও পিপল্স ফোরামের সদস্যদের অবহিত করা এবং নিজ নিজ গ্রামের মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় উৎসাহ প্রদান। প্রতি ভিসিএফ থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি থাকে যারা নিজ নিজ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও পরিকল্পনা পিপলস ফোরামে উত্থাপন করে। ভিসিএফ প্রতি মাসে অন্ড়ত: একবার বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষনের বিষয়ে

আলোচনায় বসবে এবং সিদ্ধান্ড়গ্রহন করে থাকে। উলেণ্ঢখ্য যে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের জন্য মোট ৮৯টি ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

পিপলস্ ফোরাম (পিএফ) ঃ এটি সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ২য় স্ড়র। মধুপুর বনের আওতাধীন আদিবাসী-অআদিবাসী গ্রাম ও পাড়াসমূহের ভিসিএফ-এর নির্বাচিত/মনোনিত ২জন করে প্রতিনিধি যারা সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন; তৎসঙ্গে কার্য্যকরী পরিষদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। মোট সাধারন সদস্যদের মধ্য থেকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অথবা সিলেকশনের মাধ্যমে ১১ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা এবং এ ফোরামে ৩৩% মহিলা সদস্য থাকবে এছাড়া সিএমসিতে আরও ১১ জন সদস্য পাঠানো হয়। কমিটির মূল কাজ হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক সমস্যা ও পরিকল্পনা গুলো সিএমসিতে তুলে ধরা এবং এটিই হচ্ছে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কথা বলার ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনার সর্বোচ্চ বাহন এছাড়া ফোরাম দরিদ্র মানুষের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। পিপলস ফোরাম সহব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং করার ক্ষমতা রাখে। উলেণ্ঢখ্য যে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের দুইটি সিএমসি-র জন্য দুইটি পিপলস্ ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

কোম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল (সিএমসি) ঃ এটি হচ্ছে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ৩য় স্ড়র যা ৬৫ জন সদস্যবিশিষ্ট (তন্নধ্যে ১৫ জন মহিলা সদস্য) গঠিত কমিটি। কমিটির ৩ জন উপদেষ্টা, ০১ জন সভাপতি, ০১ জন সদস্য সচিবের পদে আছেন বাকি সবাই সদস্য হিসাবে পরিগনিত। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে ২ বার সভায় মিলিত হবেন এবং প্রতি চার বছরে বার্ষিক সাধারন সভায় নতুন কাউন্সিল গঠন হবে। এ কাউন্সিলের মূল দায়িত্ব হচ্ছে উপদেশ প্রদান এবং বাস্ড়বায়ন অনুমোদন দেয়া, কাজের মূল্যায়ন, দ্বন্দ্ব নিরসন করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখা।

কোম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) গঠন ঃ সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের বিভিন্ন শ্রেনীভিত্তিক ২৯ জন সদস্যবিশিষ্ট (যার মধ্যে ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে) গঠিত কমিটি। এ কমিটিতে ০২ জন উপদেষ্টা, ০১ জন সভাপতি, ০১ জন সহসভাপতি, ০১ জন কোষাধ্যক্ষ ও ০১ জন সদস্য সচিব আছেন বাকি সকলেই সদস্য হিসাবে পরিগনিত। এ কমিটি মূলত: সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিল তাদের মধ্য থেকে সভাপতি, সহসভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করবেন এবং প্রতি ০৩ মাস অন্ড়র অন্ড়র সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। কমিটি মুলত কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন এছাড়া পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্ড়বায়ন, অংশগ্রহনকারী নির্বাচন, অবকাঠামোর রক্ষনাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন রক্ষার্থে পাহারাদার নিয়োগ করা এবং রক্ষিত এলাকায় পর্যটনকারীদের নিকট হতে প্রবেশমুল্য, পার্কিং ফি, পিকনিক স্পট ফি, কটেজ ফি ইত্যাদি আয়ের সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত ৫০% টাকা পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী ব্যয়। এ কমিটি পিপল্স ফোরাম ও সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।
সিএমসিতে এলাকায় কার্য্যরত এনজিও প্রতিনিধি, সংশিণ্ঢষ্ট এলাকাধীন ইউ.পি চেয়ারম্যানগণ ও সদস্য, করাত-কল সংগঠনের প্রতিনিধি, এলাকার আদিবাসী সংগঠনের মনোনিত নেতাগণ,পদাধিকার বলে বিট অফিসার, রেঞ্জ অফিসার, এসিএফ, কার্য্য-নির্বাহী পরিষদে অন্ড়র্ভূক্ত আছেন। উলেণ্ঢখ্য যে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের জন্য দুইটি কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সিপিজি গঠন ঃ এটি একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন হিসাবে বিবেচিত যারা রক্ষিত এলাকার ও বনভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে সদা সতর্ক হিসাবে বন বিভোগের সাথে বনে যৌথ টহল দিয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকার বা আশেপাশের গ্রামের জনগন হতে বাছাই লোক দ্বারা এই সংগঠন গঠিত। পেট্রোলিং দল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ও বনবিভাগের টহল প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত। এ দলের সদস্য হতে হলে অবশ্যই ১৮-৫০ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে, রাষ্ট্রবিরোধী বা সমাজবিরোধী কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নেয়া যাবেনা, বনের আশেপাশের গ্রামের সদস্য হতে হবে, আদিবাসি জনগোষ্টীর সক্ষম সদস্যদের অগ্রাধিকার দিতে হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ড়ের মাধ্যমে পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের তালিকা ও এক কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহব্যবস্থাপনা কমিটির অফিসে লিপিবদ্ধ করা হয়। সিপিজির দায়িত্ব হবে বনের নির্ধারিত এলাকায় পেট্রোলিং দলের সদস্য ও বনবিভাগের গার্ডদের সাথে একত্রে টহল প্রদান করা। প্রতি সদস্য মাসে

কমপক্ষে ২ বার টহলে অংশ গ্রহন করবে। টহল দল এলাকায় ঝুঁকি পুর্ন এলাকা চিহ্নিত করবে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কার্যকলাপ প্রতিরোধ করবে (যেমন: গাছ কাটা, মাটিকাটা, বন্যপ্রানী শিকার, লাকড়ী সংগ্রহকরা, পাতা সংগ্রহ, বাড়ীঘর স্থাপন , বনে আগুন দেয়া ও অবৈধ দখল ইত্যাদি)।

১.২.২ সুবিধাসমূহের বন্টন ঃ

সুবিধাসমূহ নিম্নোক্ত ভাবে চিহ্নিত ও বিবেচিত হতে পারে যেমন-ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বিভিন্ন প্রকার বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদানসহ তাদের নিজস্ব উদ্যাগে গৃহীত আয় বর্ধন কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান এর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়াও বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সংশিণ্ঢষ্ট উপকার ভোগীকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বর্ণিত এই কর্মকান্ডগুলোতে পার্শ্ববর্তী এলাকার আদিবাসী/অআদিবাসী/বিসিএফ/সিপিজি সদস্যগন অগ্রাধিকার পাবেন।

১.২.৩ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল /এনডোমেন্ট ফান্ড

ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল ঃ

সাধারণতঃ 'সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী' বাফার জোন এলাকায় বাস্ড়বায়িত হয়ে থাকে। এতদ্সংক্রান্ড় প্রণীত নীতিমালায় সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচীতে সাকুল্য বিক্রয়ের পর মেয়াদান্ডে় প্রাপ্ত অর্থের ৭৫% অংশীদারগণ ত্রবং ২৫% বনবিভাগ পাবেন (সোসাল ফরেষ্ট্রি র"লস অনুসারে) । এছাড়াও ল্যান্ডস্ক্যাপ উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্ড়বায়নে সহব্যবস্থাপনা কমিটির গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, সংগঠনের ব্যবস্থাপনা সহজ হবে, কৌশলগত তথ্যের ব্যবস্থাপনা হবে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সহজ হবে, সংগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিক র"পদান করা সহজ হবে, তথ্যক্ষেত্রে ও যোগাযোগক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, পরিবীক্ষন ও মুল্যায়ন সহজ হবে ইত্যাদি।

এনডোমেন্ট ফান্ড ঃ

ত্রই তহবিল সৃষিট করার জন্য আইপ্যাক প্রকল্প থেকে থোক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে গঠন করা যেতে পারে যাহা জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার যৌথ নামে ত্রকটি স্থায়ী আমানত করা প্রয়োজন যার বিপরিতে অর্জিত মুনাফা দিয়ে সহব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে উন্নয়নমুলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালিত হতে পারে। স্থায়ী আমানতের বিপরিতে অর্জিত মুনাফার একটি নির্ধারিত অংশ মূল তহবিলের সাথে বৎসরান্ডে় যুক্ত হবে ত্রবং অবশিষ্টাংশ দিয়ে সহব্যবস্থাপনা কমিটির দাপ্তরিক কর্মকান্ড এবং সহব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড বাস্ড় বায়িত হতে পারে।

এনডোমেন্ট ফান্ডের অর্জিত মুনাফা দিয়ে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহন ত্রবং সামাজিক বনায়নের সৃজিত বৃক্ষের লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অর্থাৎ ফাঁকা জায়গায় আনারস, হলুদ, আদা, শতমূল, ধান, কলা, পেঁপে চাষ করা যেতে পারে ত্রবং উক্ত মৌসুমী ফসল সমূহের অন্ড়তঃপক্ষে প্রত্যেক অংশীদার ১০% অর্থ (ফসল বিক্রয়ের) ব্যবস্থাপনা সংগঠনের তহবিলে জমা রাখা যেতে পারে । উক্ত অর্থ পরবর্তীতে ৬% সুদে ঋণদান কর্মসূচী হিসেবে পরিচালনা করলে অংশীদারগণ উপকৃত হবেন।

ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল : আইপ্যাকের এই তহবিল থেকে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের জন্য গঠিত দুইটি সিএমসির মাধ্যমে যথাক্রমে ৪,৯৯,১৫০/ এবং ৪,৯৯,১৫০/ টাকার দুইটি প্রকল্প জীববৈচিত্রের সংরক্ষন, উন্নয়ন এবং বন নির্ভরশীল জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাস্ড়বায়িত হচ্ছে।

২.০ আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কর্মসূচী

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

আবাসস্থল পুনর"দ্ধারের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো জীববৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। তাছাড়া উদ্যানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন এবং বন্যপ্রানীর প্রজাতি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্রকে

নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করা । সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবাসস্থল রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করা হলে প্রতিবেশ অবস্থার উন্নয়ন করা যাবে, জীববৈচিত্র্যের পুনরুদ্ধার , আগুন লাগানো বন্ধ , অবৈধ ভূমি দখল ও মাটি কাটা বন্ধের মাধ্যমে বন্যপ্রানী ও উদ্ভিদকূল রক্ষা করা যেতে পারে। তাছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য গুলো হলো ঃ

- প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্রের উন্নয়ন
- মূল্যবান ও ঐতিহ্যবাহী শালবন উন্নয়ন, নূতন করে সৃজন এবং সংরক্ষণ
- বনৌষধি বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, প্রয়োজনে বাণিজ্যিকভাবে রোপন ও সংরক্ষণ এবং বাস্ড়বসম্মত ব্যবস্থাপনায় সহায়তাকরণ।
- বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত বাঁশ-বেত রোপন ও সংরক্ষণ এবং আহরণের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।
- বৃক্ষ নিধন ও পশুপাখী নিধনে কৌশলগত এলাকা সমূহে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজনের নিরুৎসাহিত করা। তৎসঙ্গে জীববৈচিত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মিটিং/সেমিনার/কর্মশালা/ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে সহ-ব্যবস্থাপনা কি এবং কেন, ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা, প্রচারনার ব্যবস্থাপনা: হতে পারে প্রামাণ্য নাটক, জারী গান, প্রামাণ্য চিত্রনাট্য প্রদর্শন ইত্যাদি
- বনের উপর নির্ভরশীল লোকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে পেশাগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল ঃ

বর্তমান সময়ের বিতর্কিত ভূমি সমস্যার নিরীক্ষে বিদ্যমান বনাঞ্চল এর সীমারেখা নির্ধারণ অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ৩০/৪০ বৎসরের পুরানো ভূয়া কাগজপত্র তৈরী করে বনভূমির অংশ বিশেষ দখল করে চাষাবাদ করছে, কেউবা প্রভাবশালী হওয়ায় জোরপূর্বক দখল করতঃ স্বত্ত্ব-দখল প্রমাণের জোর চেষ্টা-তদবির অব্যাহত রেখেছে। এমতাবস্থায় বনভূমির প্রকৃত সীমা চিহ্নিতকরন করা অত্যাবশ্যকীয়।

মধুপুরের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অংশ বিশেষে জাতীয় উদ্যান এলাকাও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সহ-ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে একান্ড় প্রয়োজন। বর্তমান মধুপুর বনাঞ্চলের ২৭৮৯.৮৭ হেঃ কোর অঞ্চল, উহার পার্শ্ববর্তী বাফার জোন ৫৬৪৬.২৫ হেঃ এবং ল্যান্ডস্কেপ জোন উলেণ্ঢখিত তিন ক্যাটাগরীর বনাঞ্চলের ভূমির পরিমাণ ও সঠিক সীমানা নির্ধারণ পূর্বক সহ-ব্যবস্থাপনা-এর মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করাই হবে কার্য্যকর ভূমিকা এবং এতে বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে অহেতুক বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে।

জলাভূমি ঃ মধুপুরের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বেশ কয়েকটি জলাভূমি বিদ্যমান। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় সেগুলো সরকারী খাস জমি/মজা পুকুর প্রভৃতি উলেণ্ঢখ পূর্বক সরকার (স্থানীয় সরকার) থেকে লিজ নিয়ে মৎস্য চাষ করছে, কতক ভূমিহীন পত্তন নিয়ে বেদখল করার অপ-প্রয়াসে লিপ্ত আছে। এতে পরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে না বরং জলাভূমির অংশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পশুপাখীর অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ব্যহত হচ্ছে এবং দেশীয় মৎস্য ও জলজ প্রাণী ও বিলুপ্ত হচ্ছে।

জলাভূমি সু-সংরক্ষণ ও সঠিক সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) বজায় রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে জলাভূমির সঠিক সংখ্যা সহ উহা সহ-ব্যবস্থাপনার অন্ড়ভূক্তি অতীব জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাফার অঞ্চলঃ কোর এলাকা সংলগ্ন বাফার এলাকাকে কোর অঞ্চল রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ন হিসাবে বিবেচনায় আনা যায়। বনভূমির পার্শ্ববর্তী এলাকা লতাগুল্ম জাতীয় বনে আচ্ছাদিত ও তৃণভূমি হিসেবে বিবেচিত। এতে তৃণভোজী পশু, সরীসৃপ, পশুপাখী নিরাপদে অবস্থান করে কতকস্থান প্রজননের নিরাপদ স্থান হয়ে দাঁড়ায়। এসব এলাকা অবৈধভাবে এক শ্রেণীর লোক চাষাবাদ করছে, যা জীববৈচিত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণের স্বার্থে পুনরুদ্ধার জরুরী

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ ঃ

বনাঞ্চল সঠিক ও বাস্ড়বসম্মত ভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর স্বার্থে কোর অঞ্চল, বাফার অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ সমূহের সঠিকভাবে সীমানা/সীমারেখা পরিমাপ ও নির্ধারণ করা একান্ড় প্রয়োজন। যে সকল গুর"ত্বপুর্ন স্থানে যেখনে প্রাথমিকভাবে উদ্যানের সিমানা পরিস্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে নির্দেশক এলাকার নাম সহ লিখিত আকারে সাইনবোর্ড স্থাপন করা জর"রী ।

২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/পশু চরানো/মৎস্য আহরন/বিল সেচা নিয়ন্ত্রন করা ঃ

অবৈধ ভাবে গাছ কাটাঃ বনাঞ্চলে কারা, কেন, কার সহায়তায় গাছ কাটে ও বন উজাড় করছে উহার সঠিক কারণ ও সংশি"ষ্ট বিষয়সমূহ সঠিকভাবে পর্যালোচনা ও বিশে"ষণ পূর্বক অন্র্ড়নিহিত কারণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (শ্রমিকদের জন্য) গ্রহণ করা এবং আইনী ব্যবস্থায় কঠোর হস্ড়ে দমন করতে হবে।

অবৈধভাবে জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণ ঃ দিন ও রাতে যারা মৎস্য আহরণ করে থাকে তাদের দল গঠনের মাধ্যমে মৎস্য আহরণের সঠিক সময়, প্রজননকাল ও ডিম বিনষ্ট এবং মৎস্য পোনা আহরণে যে ক্ষতি তা হয় বুঝিয়ে দিতে হবে, ফোকাস গ্র"প ডিসকাশন/ সেমিনার/ কর্মশালার মাধ্যমে। অধিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে মৎস্য বিভাগ, তৎসঙ্গে প্রজনন কালে মৎস্য আহরণকারীদেরকে স্বল্পমেয়াদী বিকল্প কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করতে পারলে মৎস্য ডিম ও পোনা নিধন প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে।

বনে আগুন দেওয়া ঃ এতদ্ সম্পর্কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংশি"ষ্ট অধিদপ্তর, সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা, এলাকায় সিএমসি, সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচীর স্থানীয় অংশীদার এবং ভিসিএফ সংগঠনসমূহ সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণায় কার্য্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

অবৈধভাবে বিল সেচ ঃ এই কাজটা প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় সংঘটিত হয়ে থাকে। ঐ মহলকেও এহেন ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নে'য়া যেতে পারে।

পশু চড়ানো নিষিদ্ধকরণ ঃ এই কাজটা প্রায়শই বন/জলাভূমির পার্শ্ববর্তী ল্যান্ডস্কেপ এ হয়ে থাকে। তৃণভূমি এলাকায় প্রচুর নরম ঘাস ও লতাগুল্ম গৃহপালিত পশুদের প্রিয় খাদ্য হলেও বাস্তুতন্ত্র বিনষ্ট হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও যথাযথ সচেতনতা সৃষ্টি করানোর পদক্ষেপ গৃহিত হলে উহা সংরক্ষিত ও উন্নয়ন হতে পারে।

বর্তমান রাস্ড়াগুলো মেরামত করা প্রয়োজন যাতে যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যগন সহজে যাতায়াত করতে পারে। তবে উদ্যানের কিছু কিছু অংশে যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যদের যাতায়াতের জন্য নতুন ভাবে কিছু ট্রেল তৈরী করা দরকার।বনবিভাগের মাঠ পর্যায়ের ষ্টাফ যারা দুর্গম এলাকায় কাজ করবে ও থাকবে এবং যারা বনভুমির সম্পদ রক্ষায় ভাল করবে তাদের বিশেষ ভাতা সহ ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অনুর"পভাবে গ্রামের যারা সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করছে তাদের সিত্রমসি ত্রর মাধ্যমে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা বনের গাছ হারিয়ে যাওয়া বা কেটে নেওয়া ও বন্যপ্রানী শিকার বা হত্যার বির"দ্ধে ভাল ভুমিকা রাখতে পারে। আগুন লাগানোর বিষয়ে প্রচারনা চালানো যেমন মাইকিং, লিফলেট বিতরন, সচেতনতা সভা করা ইত্যাদি কাজ করা হবে। স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে বনে আগুন লাগানো নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। এছাড়া নারীদের এ বিষয়ে বেশী বেশী করে সচেতন করা দরকার, আগুন কোথায় লাগছে তা পর্যবেক্ষন করার জন্য ওয়াচ টাওয়ার নির্মান করা যেতে পারে।

৩.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম

৩.১ উদ্দেশ্য ঃ

সঠিক ও বাস্ড়বসম্মত ভাবে রক্ষিত এলাকার বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ তথা পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষার সাথে সাথে বন নির্ভরশীল জনগনের জীবন জীবিকার উন্নয়ন করাই সহ-ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য।

৩.২ তৎসংলগ্ন বাফার ও ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা ঃ

মধুপুর বনাঞ্চলের মাটি অম্-ীয় বিধায় ভূমি অত্যন্ড় উর্বর; সব ধরণের গাছপালা, লতাগুল্ম ও বিভিন্ন ফসল এ মাটিতে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই কারণে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের লোলুপ দৃষ্টি থাকে এই ভূমি জবর-দখলের। এই প্রবণতা রোধকল্পে বাস্ড়বসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন অত্যন্ড় জর"রী। সামাজিক বনায়ণ, কৃষিবন প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে নিজেদের নামে দখলের পাঁয়তারা বা অপচেষ্টা থেকেই যায়; এই প্রবণতা রোধকল্পে পরিবেশ ত্রবং বন মন্ত্রণালয়, সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা, সিএমসি, বনায়ণ কর্মসূচীসমূহের সংগঠন ও ভিসিএফ যৌথভাবে ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ঐ প্রবণতা রোধ করা যেতে পারে। উলেণ্ডখ্য যে, বাফার এলাকার পরিমাণ ৫,৪৩৭ হেক্টর মাত্র; উলেণ্ডখিত যৌথ প্রচেষ্টায় উহা সুসংরক্ষিত ও উন্নয়ন করা সম্ভব হতে পারে। বাফার এলাকার সংরক্ষন ও উন্নয়নের পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপ এলাকার উন্নয়নে গুর"ত্ব দিতে হবে।

৩.৩ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ ব্যবস্থাপনা ঃ

মধুপুর বনাঞ্চলের বৃক্ষাদি ও বন্য পশুপাখির বাস্ড়বসম্মত ভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এর সুষ্ঠু নীতিমালা আজো প্রণীত ও গৃহিত না হওয়ার ফলে কোন কোন প্রজাতির গাছপালা, পশুপাখি বিলুপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বনে অবৈধভাবে গাছ কাটা, পশুপাখি নিধন রোধ করতে না পারলে জীববৈচিত্র হারিয়ে গিয়ে বন শ্রীহীন কঙ্কালে পরিণত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন আশেপাশে বসবাসকারীদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় তাদের সম্পৃক্ত করে সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৩.৩.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্য্যক্রম ঃ

৩.৩.১.১ এনরিচমেন্ট পণ্ডানটেশন সহ বাফার ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে সামাজিক বনায়ন ঃ

কোর ত্রলাকার খালি জায়গাতেও স্থানীয় প্রজাতির গাছ সহ পশুপাখির জন্য ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে। এধরনের বনায়নের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে রক্ষিত এলাকার যে সকল এলাকার গাছপালা ধবংস হয়ে গেছে সে সকল স্থানে গাছপালা বৃদ্ধির জন্য এনরিচমেন্ট বনায়ন করা। এনরিচমেন্ট বনায়নের ফলে যেসকল বাইরের প্রজাতির গাছপালা বনায়ন করা হয়েছিল তা দিন দিন কমে আসবে। কোর এলাকায় এনরিচমেন্ট পণ্ডানটেশন জোরদার করার জন্য বনবিভাগ বাস্ড়বসম্মত প্রদক্ষেপ নিতে পারেন ত্রবং সহ ব্যবস্থাপনা সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের বিশেষত ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপনের দিকে বেশী নজর দিতে হবে। ফলজ গাছের চারা রোপনের ফলে বনের বিভিন্ন প্রানীর খাদ্যের যোগান নিশ্চিত হবে এবং প্রানীদের মধ্যে বংশ বৃদ্বি সহ প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি হবে । অন্যদিকে বনজ গাছের চারা রোপনের ফলে বনের ঘনত্ব এনরিচ (সম্বদ্ধ) করবে । ফলে বনজ প্রানীর আবাসস্থলের উন্নয়ন সহ তাদের অবাধে চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত হবে। একথা সত্য যে প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেনীর অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী /কাঠ পাচারকারী, স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের প্ররোচনায় মধুপুর বনের কোর অঞ্চলের গাছ নিধন করছে যার ফলে গাছের ঘনত্ব কমে গিয়ে বন বিলীন হচ্ছে । তাই বন ধব্ংসের হাত থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন সহ নুতন করে বনায়নের জন্য কোর এলাকায় এনরিচমেন্ট পণ্ডানটেশন জর"রী।

এছাড়াও বাফার জোন ত্রবং ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচীর আওতায় রোপিত গাছের লাইনের ফাঁকা জায়গায় আদা, হলুদ, আনারস, শতমূল প্রভৃতি এমনকি ধান ও পেঁপে চাষাবাদের মাধ্যমে যৌথ/ একাধিক

ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে অংশীদারগণ লাভবান যাতে হতে পারেন এ ব্যাপারে তাদের কারিগরী সহায়তা দিতে পারে বনবিভাগ।

৩.৩.১.২ ঘাস জমির উন্নয়ন ঃ

পরিবেশ উন্নয়নে তৃণভূমির যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন একান্ড় পরিহার্য্য। এটি বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ-এর ভারসাম্যতা রক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এতে তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর অভ্যয়ারণ্য সৃষ্টিতে সহায়ক। অতএব, সরকারের সংশি- ষ্ট অধিদপ্তর ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্য্যক্রমের মাধ্যমে গবাদী পশু চড়ানোর প্রবণতা রোধ করে উহার উন্নয়ন সাধন সম্ভব। স্থানীয় জনগনের চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে যেখানে বনভুমি নেই অথবা সরকারী খাস জমিতে গামা ও নেপিয়ার ঘাসের চাষ করা যেতে পারে।

৩.৩.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

মধুপুরের বনাঞ্চলের ভিতর ও বাহিরে উলেণ্ঢখ্যযোগ্য সংখ্যক জলাশয়, পুকুর সদৃশ্য জলাভূমি, খাল-বিল বিদ্যমান। বন অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততায় সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা প্রয়োজনে কোন্ কোন্ জলাশয় পুনঃখনন করতে পারেন, এটাও পরিবেশ সংরক্ষণে তথা জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বাস্তুতন্ত্র আবহ তৈরীর অংশ। স্মরণে রাখা অতীব প্রয়োজন, এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্য্যক্রম গৃহিত হতে পারে ত্রবং আয়ের সংস্থান হতে পারে।

৩.৩.১.৪ বিশেষ ধরণের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সাথে সাথে পশুপাখি ও মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও নিরাপদ প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির জন্য বিশেষ ধরণের আবাসস্থল তৈরী করা প্রয়োজন। যেমন: বনাঞ্চলের কোর অঞ্চল স্পর্শকাতর স্থান হিসেবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহিত হচ্ছে, তেমনি জলাশয় নির্ভর পাখি ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং প্রজননে যাতে বিঘ্ন না ঘটে তৎউদ্দেশ্যে 'আওদা বিল', 'ক্ষীর নদী' প্রভৃতি জলাশয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণকে যথারীতি সচেতনতা সৃষ্টি ও বিকল্প (ঐ কার্য্যকালীন) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উহা কার্য্যকর করার সুযোগ রয়েছে। বন্য পশুপাখিদের জন্য যেমন সংরক্ষিত অভয়ারণ্য প্রয়োজন ঠিক তেমনি মৎস্য সম্পদ ও জলাশয় নির্ভর পাখিদের জন্যেও অভয়ারণ্য অতীব প্রয়োজন। এই কার্য্যক্রম বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা বাস্ড়বসম্মত সার্বিক প্রেক্ষিতে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

মুখপোড়া হনুমান বর্তমান মধুপুর জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে এই প্রাণীর আবাসস্থল নিধন, খাদ্যাভাব ত্রবং নির্বিচারে শিকারের ফলে ত্রতিহ্যবাহী এই প্রাণীটি আজ বিলুপ্তির পথে। যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন না করলে ত্রই প্রাণীটি হয়তো মধুপুর জাতীয় উদ্যান থেকে অচিরেই হারিয়ে যাবে। তাই বনবিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে ত্রব্যপারে আরো প্রয়োজনীয় কার্যকরী প্রদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

৩.৩.২ আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কার্য্যক্রম

৩.৩.২.১ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা ঃ

এলাকার মানুষের ও বনভুমির জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষনার্থে অবশ্যই জলপ্রবাহের পথ পরিষ্কার রাখা সহ সংস্কার করা প্রয়োজন। শুধু সংস্কার ও মেরামত করলেই হবে না এর স্থায়িত্ব নির্ভর করছে স্থানীয় জনগন ও ষ্টেকহোল্ডারদের উপর। যখন তারা অধিক পরিমানে পানির ব্যবহার করতে পারবে এবং পুর্বের সাথে তুলনা করে বুঝতে পারবে তখনই ইহা টিকসই হবে তবে এ ধরনের কাজের জন্য উচ্চমানের আর্থিক বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে কিভাবে ওয়াটার সেড পুনর"দ্ধার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্য্যক্রম গৃহিত হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে 'আওদা বিল', 'ক্ষীর নদী', আমনসর, দোয়াইরা, দিগলবাইদ, সুতানারা দীঘি, বারতীর্থ পুকুর ও ধনবাড়ী ও মধুপুর দিয়ে প্রবাহিত বংশাই নদী মুক্ত জলাশয় হিসেবে বিবেচনায় আনা যায়। এসব

জলাশয় সহ-ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে প্রয়োজনে আংশিক পুনঃখনন ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কারিগরী ও প্রযুক্তি সহায়তা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্য্যক্রম গৃহিত হতে পারে।

৩.৩.২.২ পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার ঃ এ সংক্রান্ড় যে সকল কাজ গুলো করা যেতে পারে তা হলোঃ

- প্রাকৃতিক বন ও শালবন যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- এলাকার জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে বন সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বসতভিটায় ফলজ গাছ ও বাঁশ-বেতের চাষে/রোপনে উৎসাহিত করণ; তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করা
- প্রান্ড়িক ভূমি ও বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় কাঠের ও ফলদ গাছ লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান
- একাধিক/ যৌথ ফসল চাষে উৎসাহিত করা
- গ্রামীণ নার্সারী সৃজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ নেয়া
- মুক্ত জলাশয় সমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা, তৎসঙ্গে গোবর ও কম্পোজ সার ব্যবহারে উৎসাহিত ও প্রয়োজনে প্রযুক্তিগত ও কারিগরী সহায়তা প্রদান। উলেণ্টখ্য যে, বাফার এলাকায় ব্যাপক হারে কলা চাষ হ্রাস করণে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ড় প্রয়োজন। ঐসব জমিতে পরিবেশ বান্ধব ফসল চাষ ও বৃক্ষাদি রোপনে উৎসাহিত করা যেতে পারে। উঁচু জমিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে। বসতভিটা সবুজায়নে সহায়তা করলে পরিবেশ বান্ধব আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

৩.৪ তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)

৩.৪.১ বনের বাফার অঞ্চল ঃ

বাফার অঞ্চল এ সাধারণতঃ হালকা বন বিদ্যমান যাহা সমন্বিত উদ্যোগে বন অধিদপ্তর ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা ও তৎসংশিণ্টষ্ট সংগঠন সমূহের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে। শালবন ও অন্যান্য বৃক্ষাদি সেখানে বিদ্যমান তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় চাষাবাদরত আদিবাসী-অআদিবাসী জনগণকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি ত্রলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

৩.৪.২ ল্যান্ডস্ক্যাপ অঞ্চল ঃ

রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগনের মান উন্নয়নের জন্য সহায়তা করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও বন্যপ্রানী সংরক্ষনে যেহেতু ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগন গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা রাখবে তাই তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ছাড়া এসকল পরিকল্পনা সঠিক হবে না যার জন্য ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মধ্যে যেসকল ডোবা ও পুকুর আছে সেখানে সহব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে স্থানীয় জনগনকে মাছ চাষে সম্পৃক্ত যেতে পারে। ফলে এলাকার মানুষের আয়বৃদ্ধি পাবে এবং বনজ সম্পদের উপর থেকে চাপ কমবে। স্থানীয় ও সহব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে আবহাওয়ার পরিবর্তন মোকাবেলা ও খাপখাওয়াতে এলাকার জনগনকে শুষ্ক মৌসুমে আলু ,পিঁয়াজ, রসুন, কলাই, শাকসব্জীর চাষ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ যেতে পারে যার ফলে অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হবে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকার রাস্ড়ার ধারে সহব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন করা যেতে পারে। এই বনায়নের আশেপাশের জনগনকে উপকারভোগী হিসাবে রক্ষনাবেক্ষনে নিয়োজিত করা যেতে পারে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকার উন্নয়নের জন্য সহব্যবস্থাপনা সংস্থা বিভিন্ন

উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড গ্রহন করতে পারে যেমনঃ হস্ড় ও বাঁশ শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ, মাছ ও বসতবাড়ীতে শাকসবজি চাষ, গাছের নার্সারী ও ওষধি গাছের উপর প্রশিক্ষণ, বুনন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য ঃ

অন্যান্য এলাকার ন্যায় বনাঞ্চল এলাকায় দীর্ঘদিনে চাষাবাদরত মানুষেরও জীবিকা রয়েছে। যাদের কৃষি জমি কম ও ভূমিহীন পরিবার, তাদের প্রায়শই বনের উপর নির্ভরশীলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। উহা থেকে বিরত রেখে বিকল্প কর্মসংস্থান ও উৎপাদিত দ্রব্যাদির উপর মানসম্মত বাজার দর প্রাপ্তি ও দ্রব্যাদি বিপনন ও বাজারজাত করণের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাদের জীবনমান উন্নত হবে এবং বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। উৎপাদন বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি বাস্ড়বায়িত এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে কিধরনের কাজ বাস্ড়বায়ন করা হবে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যেতে পারে । উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য সাধারনত কৃষি, বসতবাড়িতে ফার্ম, উচ্চ উৎপাদন প্রজাতি ও মূল্যের ফসল চাষাবাদ করা, বসতবাড়ীতে নার্সারী স্থাপন, পুকুরে মাছ চাষ করা যেতে পারে। অনেক বসতবাড়ীতে তারা নিজ উদ্যোগে অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে অল্প মুনাফাতে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে আসছে তাদের একসাথে সহব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্থা করা সহ সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চ মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ধরনে সুযোগ সৃষ্টি হলে গরীব জনগনের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জীবন জীবিকায় পরিবর্তন ঘটবে ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বর্তমানে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের আওতায় ৪২৫ জন দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য আইপ্যাক কর্তৃক বিকল্প কর্মসংস্থানের (আঁদা ও হলুদচাষ) জন্য উপকরন সামগ্রি ও ব্যবস্থাপনা খরচ প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ ভ্যালু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ ঃ

মধুপুর বনাঞ্চলের আশেপাশে যারা চাষাবাদ করেন অনেকেই তাদের উৎপাদিত ফসল ও দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা প্রায়শই প্রতারিত হয়ে থাকে। ফলশ্র“তিতে পরিবার-পরিজন ভরণ-পোষণের জন্য তারা বনের দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখা যায়। এই অনাকাঙ্খিত ক্ষতিকর প্রবণতা রোধকল্পে সহ-ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মধ্যে উৎপাদিত ফসলাদি ও দ্রব্যাদির গুণগত মান নির্ণয় ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ড় প্রয়োজন। যাহাতে সঠিক বাজার মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এতে কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যন্ড় এলাকার লোকদের জীবনমান উন্নয়নে ভ্যালু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ কার্য্যকর হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সীমিতাকারে কৃষি প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আরো কার্য্যকর হতে পারে।

৪.২.১ কৃষি ও হর্টিকালচার ফসল ঃ

৪.২.১.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার উন্নয়ন ঃ

মধুপুর গড়াঞ্চলের মাটি যেহেতু অম্-ীয় ও খুব উর্বর, সেহেতু বসতভিটার অল্প জমিতেও বিভিন্ন ফসল প্রায় একই সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষাবাদ করে লাভবান হতে পারে। যেমন: সবজি চাষ, আনারস চাষ এর সাথে, সাথী ফসল হিসেবে পেঁপে, আদা, হলুদ, বরবটি (দেশী প্রজাতীয়), কঁচু প্রভৃতি তৎসঙ্গে দেশী কলা ও লেবু চাষ করতে পারে। যৌথ ফসল উৎপাদন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি মধুপুরে খুবই কার্য্যকর। বসতভিটায় বিভিন্ন জাতের ফসল যেমন: আম, কাঁঠাল, কামারাঙ্গা, পেয়ারা প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে রোপন ও যথাযথ পরিচর্য্যার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও কারিগরী সহায়তা এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ ও বিপননের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহিত হতে পারে। তাছাড়াও গবাদী পশু, হাঁস-মুরগী পালনও লাভজনক। প্রত্যন্ড় এলাকা বিধায় উহার রোগবালাই ও প্রতিকার এবং প্রতিষেধক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা পেলে বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা হিসেবে উহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় রাখতে সক্ষম হবে। মধুপুর জাতীয় উদ্দ্যানে আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায়

৮৯ টি গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম (দোখলা-৩৮, রসুলপুর-৫১টি) রয়েছে যেখানে সমন্বিত বসতভিটা খামার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৪.২.১.২ উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসলের চাষাবাদ ঃ

মধুপুর বনাঞ্চলের নীচু ফসলী জমিতে উফসী জাতীয় ধান চাষ হচ্ছে, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে সঠিক ফলনে বিঘ্ন ঘটছে। প্রয়োজনীয় সেচের আওতায় আনতে পারলে উৎপাদন আশানুরূপ হতে পারে। উঁচু জমিতে কমলা লেবু ও ষ্ট্রোবেরী চাষ এবং উচ্চ ফলনশীল আম রোপন করা যেতে পারে। এতে লাগসই প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে চাষীগণ লাভবান হতে পারে। এক্ষেত্রে নতুন বাজার তৈরি অপরিহার্য্য।

৪.২.১.৩ ভিলেজ নার্সারী ঃ

বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কিছু লোকজন নার্সারী সৃজনের মাধ্যমে চারা বিক্রয় করে মোটামুটি লাভবান হচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণএর ব্যবস্থা করলে এবং কৌশলগত এলাকায় বাস্ড়বায়নের ব্যবস্থা করা গেলে উহা সম্প্রসারিত ও কার্য্যকর হতে পারে।

ইহা উলেণ্ঢখ্য ও অতীব প্রাসঙ্গিক যে, এই এলাকার লোকজন এর অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে বিধায় প্রশিক্ষণে ও প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা না থাকলে প্রশিক্ষণার্থীগণ সফল বাস্ড়বায়ন করতে পারবে না।

মধুপুর জাতীয় উদ্দ্যানে আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ড় ১০ জন কে নার্সারী স্থাপনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তবে ভবিষ্যতে চাহিদার ভিত্তিতে সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

৪.২.১.৪ হর্টিকালচার ঃ

আঁদা, হলুদ, কঁচু প্রভৃতি চাষ করলেও রোগ-বালাই ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে নিরুৎসাহিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উদ্ভূত রোগ-বালাই দমন/প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ সমন্বিত চাষ সহ আন্ড়ঃবৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করলে হর্টিকালচার কার্য্যক্রম আরও ব্যাপকারে হতে পারে; লোকজন উৎসাহিত হয়ে চাষ করে তাদের বাড়তি আয়ের পথ সুগম হতে পারে।

৪.২.২ মৎস্য চাষ ঃ

মানুষের প্রানীজ আমিষ পূরনের জন্য মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপও বাফার এলাকার মধ্যে যে সকল পুকুর আছে সেখানে মাছ চাষ করা যেতে পারে এবং সহব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগন ও ষ্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষন দেয়া যেতে পারে। মধুপুর বনাঞ্চল যেহেতু উঁচু জমি বিধায় মৎস্য চাষযোগ্য পুকুরের সংখ্যা খুব কম, তথাপিও উন্নত প্রযুক্তিগত ভাবে বিদ্যমান পুকুর ও জলাশয়ে মৎস্য চাষ করা সম্ভব। নীচু ধানী জমিতে বিশেষ পদ্ধতিতেও মৎস্য চাষ সম্ভব, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন।

৪.২.৩ বাঁশ-সম্পদ উন্নয়ন ঃ

বনাঞ্চলের গ্রামগুলোতে প্রত্যেক বাড়ীতে কমবেশী বাঁশের ঝাড় বিদ্যমান। গুটি কয়েক পরিবার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাঁশ রোপন/চাষ করলেও উহা ব্যাপকভাবে চাষ হয়না। দেশীয় সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করে দীর্ঘসময় প্রয়োজন হয় পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তিতে। উহা বাণিজ্যিক আকারে চাষে উৎসাহিত করলে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উলেণ্ঢখিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন ত্বরিৎ গতিতে হতে পারে।

মধুপুর জাতীয় উদ্দ্যানে আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায় ত্র পর্যন্ড় ২৭ জন কে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তবে ভবিষ্যতে চাহিদার ভিত্তিতে সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

৪.২.৪ হস্ড়শিল্প/তাঁত শিল্প ঃ

হস্তশিল্প ঃ মধুপুর বনাঞ্চলে হস্তশিল্প এর উপর উপ-জীবিকা নির্বাহকদের সংখ্যা নগণ্য যদিও এটা লাভজনক। পীরগাছা ও গায়রা গ্রামে ২০-৩০ পরিবার হস্তশিল্পের সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে কারিতাস, আইপ্যাক সহ বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন ট্রেড এ প্রশিক্ষণ প্রদান করলেও প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তার অভাবে উহা তেমন কার্য্যকর হচ্ছে না। আর কারণ হলো, বাজারজাতকরণ সমস্যা ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে যৎকিঞ্চিৎ হস্তশিল্প তৈরীতে জড়িত লোকজন ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহিত হলে উহা কার্য্যকর হতে পারে এবং ব্যাপক হারে হস্তশিল্প তৈরীর মাধ্যমে বাড়তি আয়ে উৎসাহিত হতে পারে। এ কাজে মধুপুরে কাঁচামালের সহজলভ্যতা আছে।
মধুপুর জাতীয় উদ্যানে আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায় ত্র পর্যন্ত ৪৬ জন কে বাঁশ হস্তশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে চাহিদার ভিত্তিতে সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

তাঁত শিল্প ঃ তাঁত শিল্পের অবস্থাও অনুরূপ। পীরগাছা ও জলছত্র মিশনে মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে সীমিতাকারে চলে, টেলকী গ্রামে ব্যক্তি উদ্যোগে এবং ইদিলপুর গ্রামে ওয়াইএমসিএ এর তত্ত্বাবধানে যৎকিঞ্চিত পরিচালিত হলেও প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নত প্রশিক্ষণ, কারিগরী ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এক্ষেত্রে উলেণ্ঢখিত ব্যবস্থা গৃহিত হলে উহা সম্প্রসারিত হতে পারে এবং সংশিণ্ঢষ্ট জনগণ উপকৃত হতে পারে।
মধুপুর জাতীয় উদ্যানে আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২৫ জন কে ত্রই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে চাহিদার ভিত্তিতে সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

৪.২.৫ উন্নত চুলা ঃ

মধুপুর বনাঞ্চলে সহব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে উন্নত চুলা প্রতিস্থাপন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। যদি উন্নত চুলা স্থাপন সম্ভব হয় তাহলে মধুপুর বানাঞ্চলে বিভিন্ন সম্পদের উপর থেকে এলাকাবাসির চাপ কমবে। পরিবেশ বান্ধব চুলা স্থাপন করার জন্য যেসকল দাতা সংস্থা আছে তাদের সাথে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। উন্নত চুলা সম্পর্কে স্থানীয় জনগনকে বিভিন্ন সভায় সচেতন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের চুলা বাস্তবায়িত হলে পারিবারিকভাবে জ্বালানী কম লাগবে, রান্নাঘরের কোন ধরনের ক্ষতি হবে না এবং রান্নার কাজে জড়িত ব্যক্তিদের শারিরীক কোন অসুবিধা হবেনা।
পরিবেশ বান্ধব চুলা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে আইপ্যাক/নিসর্গ, জিটিজেড ও কারিতাসের তৈরী চুলা ৪০% ব্যবহৃত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে নূতন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। উলেণ্ঢখ্য যে ইতিমধ্যে বন বিভাগ 'রি-ভেজিটেশন' প্রকল্পের আওতায় মধুপুর এলাকায় পাঁচ হাজার উন্নত চুলা বিনা মূল্যে বিতরনের প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

৫.০ ফেসিলিটিজ (অবকাঠামোমূলক) উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

বনাঞ্চল রক্ষায় নিয়েজিত বনবিভাগের বিদ্যমান অবকাঠামোর সংস্কার সহ নতুন অবকাঠামো যেমন: নতুন দপ্তর তৈরী, ট্রেল নির্মাণ, কৌশলগত এলাকায় পিক্‌নিক স্পট নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। ত্রগুলি করতে পারলে লোকজন/পর্যটকদের সমাগম বৃদ্ধি পাবে, এতে একদিকে যেমন বনের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠির নির্ভরশীলতা কমবে তৎসঙ্গে সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান ।

৫.২ সুবিধাদি উন্নয়ন ঃ

শুধুমাত্র কৌশলগত এলাকায় উক্ত বিষয়সমূহ নির্মাণ কার যেতে পারে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আদিবাসী গ্রামসমূহের সন্নিকটে যেন উপরোক্ত অবকাঠামো নির্মিত না হয়। পিকনিক স্পট, কটেজ, ওয়াচ টাওয়ার নির্মানের মাধ্যমে পর্যটকদের আকর্ষন করা যেতে পারে। কোর অঞ্চল এ বন্য পশুপাখির অভয়ারণ্য হিসেবে গণ্য, বিধায় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বা চলাচল ও অবস্থানে যাতে বিঘ্ন না ঘটে এই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৫.৩ বনভূমির রাস্ড়া এবং ট্রেইল ঃ

মধুপুরের বনাঞ্চল ঘুরে দেখার জন্য ও যারা প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতি উপভোগ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য ট্রেইল নির্মান, জলাভূমি দেখার জন্য রাস্ড়াঘাট মেরামত করা, জলাভূমির চারিদিকে রাস্ড়া তৈরী ও সুবিধাজনক স্থানে গেইট নির্মাণ একান্ড় প্রয়োজন। তৎসঙ্গে প্রশিক্ষিত গাইড সহ বিভিণ্ন স্থান প্রদর্শিত হতে পারে। ট্রেইল নির্মানের সময় যেসকল বিষয়গুলি খেয়াল রাখা হবে তা হচ্ছে গভীর বন, বন্যপ্রানী দেখা যায় এমন স্থান, আদিবাসি গ্রাম ও তাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি। ট্রেইল তৈরী হলে এর যে কোন একটি স্থানে পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে যেন পর্যটনগন চলাচলের সময় এর উপর আকৃষ্ট হয়।

৬.১ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসুচী ঃ

পর্যটক/দর্শনার্থীবৃন্দ যাতে স্বচক্ষে মধুপুরের বনাঞ্চলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে এবং পরবর্তীতেও আগ্রহী হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। এতে সহ-ব্যবস্থাপনার তহবিল সমৃদ্ধ হবে ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের কাজ হাতে নিতে পারবে।

৬.২ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন ঃ

পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এমন স্থানে নির্মাণ করতে হবে যাতে পরিবেশ এর কোন ক্ষতি না হয়। স্থান বা এলাকাটি ছায়া সুবিবিড় হতে হবে, শব্দ দূষণমুক্ত থাকবে, বর্জ্য ফেলার সুনির্দিষ্ট ডাষ্টবিন থাকবে, ইত্যাদি।

৬.২.১ পরিবেশ বান্ধব এলাকা চিহ্নিত করণ ঃ

কোর জোন এলাকায় নীরব-নিরিবিলি এলাকা হওয়া উচিত। বাফার/ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বিশেষ করে জলাভূমি আমনসর, দিঘলবাইদ, দোয়াইরবন্ধ প্রভৃতি এলাকা, পিকনিক স্পট ও ছোট ছোট কটেজ তৈরীর জন্য উপযুক্ত স্থান বিধায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

৬.২.২ সুবিধাদির উন্নয়ন ঃ

রাস্ড়াঘাট সঠিকভাবে সংস্কার ও উন্নয়ন করতে হবে, পিকনিক স্পটগুলো এবং কটেজগুলো দীর্ঘমেয়াদী ও মজবুত ভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং আকর্ষণীয় ফুলের বাগান, স্থায়ী কংক্রিট বেঞ্চ, চেয়ার নির্মান করা যেতে পারে। কটেজগুলোতে প্রয়োজনীয় নলকূপ ও ট্যাংকে পানি উত্তোলনের জেনারেটর সহ প্রয়োজনীয় ক্রোকারিজ রাখা প্রয়োজন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কটেজে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োজিত থাকতে হবে।

৬.২.২.১ প্রবেশ ফি ঃ

পিকনিক মৌসুম সাধারণতঃ অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ড় নির্ধারিত থাকতে পারে। মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বনভোজনকারীদের প্রবেশ ফি, বনভোজনের বাহন বাস, ট্রাক, মাইক্রো এবং মটর সাইকেল এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে ফি নির্ধারণ করা যেতে পারে, যা বনবিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনার সহিত সংশিণ্টষ্ট লোকজন সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী উত্তোলন করবে। এক্ষেত্রে কত টাকা হারে ফি নির্ধারন হতে পারে তা সহ ব্যবস্থপনা কমিটি সভায় প্রস্ড়াবনার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে। প্রবেশ ফি তথা বিভিন্ন আয় বর্ধনমুলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্বের অর্ধেক (৫০%) অর্থ বনের জীববৈচিত্রের উন্নয়ন সহ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় উন্নয়নমুলক কার্যক্রম ত্রবং এলাকার অধিবাসীদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য ব্যয় এবং বাকী অর্ধেক (৫০%) সরকারের রাষ্টীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ত্রখানে চালু করা প্রয়োজন।

৬.২.২.২ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল ঃ

পর্যটনদের সুবিধার্থে ট্রেইল তৈরী করে তা ব্রশিয়োরের ম্যাধমে বিতরনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নতুনভাবে যেসকল ট্রেইল তৈরী করা হবে তা উদ্যানের পরিস্কার এলাকায় বিবেচনা করা হবে যেখানে উদ্ভিদ ও প্রানীর তেমন ক্ষতি না হয় এবং পর্যটনকারীগন সহজে চলাচল করতে পারে সে বিষয়গুলি খেয়াল রাখা হবে। তাছাড়া অন্যান্য যে সকল কাজ গুলো করতে হবে তা হলোঃ

- নতুন ট্রেইল তৈরী ও পুরাতন ট্রেইল সংস্কার করে পর্যটকদের ভ্রমনের উপযোগী করে তোলা
- হাইকিং ট্রেইলে সচেতনতা ও সতর্কতামূলক (ছবি সম্বলিত) বিল বোর্ড/ম্যাসেজবোর্ড স্থাপন
- ট্রেইলে বর্জ্য ফেলার ডাস্টবিন স্থাপন
- টুরিস্ট নিয়মাবলী সম্পর্কিত লিফলেট তৈরী
- বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া)
- শোভাবর্ধনকারী ফুলের বাগান সৃষ্টি

৬.২.২.৩ পিকনিক-এর জন্য সুবিধাদি ঃ

নির্ধারিত পিকনিক স্পট পর্যন্ড় রাস্ড়াঘাটের উন্নয়ন/সংস্কার করা প্রয়োজন। পিকনিক স্পটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশবান্ধব চেয়ার, বেঞ্চ, চুলা স্থাপন করা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বর্জ ফেলার নির্দিষ্ট স্থান সহ বিভিন্ন সুবিধাদি উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ত্রছাড়া পিকনিক স্পট, পিকনিক শেড নির্মান, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধাদি যেমন: খেলাধুলার সরঞ্জাম, বনভোজনকারীদের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।

৬.২.২.৪ কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন ঃ

বিষয়টি মধুপুরের সার্বিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

৬.২.২.৫ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ ঃ

রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ অবস্থার উন্নয়নের জন্য উদ্যানের ভিতর পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এতদ্সংক্রান্ড় বিষয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সহিত সংশিণ্টষ্ট শাখা থাকবে, তাদের লোকবল বনভোজনকারী ও পর্যটকদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর আচরণ না করণ সম্পর্কে সতর্ক করা সহ ঐ সময়কালীন নিয়োজিত লোকজন সঙ্গে থেকে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে। আদিবাসি গ্রামগুলি যাতে কোনভাবে পর্যটক দ্বারা বিরক্তির কারন না হয় তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৬.৩ সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা, সচেতনতা এবং অন্ড়র্নিহিত অর্থ বিশেণ্টষনঃ

জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকলকে জীববৈচিত্র ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং সার্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। যাতে তারা জাতীয় উদ্যানের সার্বিক বিষয়ে পর্যটক/ভ্রমনকারীদের কাছে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারে। এছাড়াও উদ্যান সম্বন্ধে জনগনকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে বিতর্ক/রচন/অংকন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উদ্যান সম্পর্কে গবেষনার বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে চাহিদা মাফিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৬.৩.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যমঃ

স্থানীয় চিরাচরিত আর্থসামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি (হস্ড়শিল্প, পোষাক পরিচ্ছেদ, নাচ, ফার্নিচার, গহনা, এবং আদিবাসিদের জীবন জীবিকা ও তাদের ইতিহাস, ইত্যাদি), মধুপুর জাতীয় উদ্যানের বা বনাঞ্চলের ঐতিহ্য পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। পরিদর্শনকারীদের বুঝার জন্য উপযুক্ত স্থানে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা থাকতে পারে। এছাড়াও ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার প্রতিবেশ অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ ব্যখ্যা সম্বলিত পুস্ড়িকা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

৬.৩.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাঃ

পর্যটকদের প্রদর্শনের জন্য পরিবেশ বিষয়ক একটি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে যা পর্যটকদের জন্য শিক্ষা ও জানার বিষয়ে সহায়তা করবে। যেমন বিভিন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী, অডিও দর্শন, প্রিন্ট করা ঐতিহাসিক স্থানসমুহ, গুর"ত্বপুর্ন সংরক্ষনাবেক্ষন ও কম্পিউটারের সমন্বিত মাধ্যম ইত্যাদি। বন্যপ্রানীর আচারনগত প্রতিবেশ অবস্থা সংরক্ষন ইতিহাস, সংরক্ষনের নিয়মকানুন, বন্যপ্রানী ও মানুষের মধ্যে দ্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলি জানার উদ্দেশ্যে পর্যটক এবং স্থানীয় জনসাধারনের জন্য একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা যেতে পারে। যেখানে বই, ম্যাগাজিন, জীববৈচিত্র্যের হালনাগাদ খতিয়ান ও বন্যপ্রানী পরিবেশ এবং বনের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য থাকবে।

৭.০ অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ঃ

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

বন অধিদপ্তর, সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংগঠন ও সহ-ব্যবস্থাপনার সহিত সংশি"ষ্ট বিভিন্ন সংগঠন সমন্বয়ে গঠিত পরিবীক্ষন কমিটির রির্পোট বিশে"ষন পূর্বক গঠনমূলক সিদ্ধান্ড় গ্রহন। তাছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য গুলো হলো :

- সহ-ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির মাধ্যমে উদ্যান ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ফলো-আপ করা
- ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- সহব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগনের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা
- জীববেচিত্রের বর্তমান অবস্থা, পরিমান বা ঘনত্ব সমন্ধে জানা
- জীববেচিত্রের জন্য উপযোগী আবাসস্থল ও খাদ্য শিকল সমন্ধে জানা
- প্রতিবেশগতভাবে বনাঞ্চলের কোন ত্রলাকায় কি ধরনের জীববেচিত্র আছে তা জানা

৭.২ অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ঃ

অংশগ্রহনমূলক মনিটরিং এর মাধ্যমে জাতীয় উদ্যান সহ মধুপুর বনাঞ্চলের সার্বিক সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এ যাবৎকাল কতটুকু সাফল্য এসেছে, কোথাও কোন ঘাটতি আছে কিনা, থেকে থাকলে কি ধরণের পদক্ষেপ গৃহিত হলে ভবিষ্যতে উন্নয়ন সুচার" হবে, আরও কোন কোন ধরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহিত হলে বাস্ড়বসম্মত হবে এই সব সঠিক দিক নির্দেশনা এসে যাবে। যেহেতু বনবিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ মনিটরিং কার্য্যক্রম সম্পাদিত হবে, এতে একপেশে সিদ্ধান্ড়গ্রহণের সুযোগ থাকবে না।

৭.৩ প্রশিক্ষণ ঃ

এতদ্ সংক্রান্ড় যে সকল কাজ গুলো করা যেতে পারে তা হলোঃ

- পরিবীক্ষণ কার্য্যের বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে মনোনিত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন সূচক সমূহের বিষয়ে পরিস্কার ধারণা লাভ যাতে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে।
- সংরক্ষণ কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সংরক্ষণের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান
- গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম, সি এম সি সদস্যদের ও পিপলস ফোরামের সদস্যদের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন তথা মাছ চাষ, সবজি চাষ, বাঁশ ও পাটজাত সামগ্রী, উন্নত চুলা এবং মরিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া সংগঠন হিসাব পরিচালনা করার জন্য হিসাব সংরক্ষন বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া

- সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের সংরক্ষণ বিষয়ে অবহিত করা

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসুচী ঃ

৮.১ উদ্দেশ্য সমুহঃ

পেশাভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ সহ-ব্যবস্থাপনার সংগঠন ও গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামে নিয়োজিত জনগনের পেশাভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেমন: বাঁশ বেতের কাজ, দর্জির কাজ, নার্সারী, বিপনন কার্য্যক্রম, উন্নত চূলা, পরিবেশ, ভূমির ব্যবহার ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষন দেওয়া যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ঃ মৎস্য অধিদপ্তর ও বনবিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষ লোকবল নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। ত্রছাড়াও নার্সারী স্থাপন ও তদারকি, জীববৈচিত্র সংরক্ষণে সঠিক মনিটর, স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা দান করা, দর্শনার্থীদের সঠিক সহায়তা দান কাজ করার জন্য কমিউনিটি ফরেষ্ট ওয়ার্কারদের ও বিশেষ দায়িত্ব ও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। উদ্যানের সুপারভিশন নিশ্চিত করার জন্য যে সকল স্ড়রে ষ্টাফের স্বল্পতা আছে সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী যত দ্র“ত সম্ভব ষ্টাফ আনার ব্যবস্থা করা। ত্রছাড়া যে সকল কাজ গুলো করা যেতে পারে তা হলোঃ

- বন্যপ্রানী ও প্রকৃতি সংরক্ষনে সকল প্রশাসনিক বিষয়ে দায়িত্বশীল ষ্টাফদের প্রশিক্ষণ দেওয়া
- রক্ষিত এলাকার বন্যপ্রানী রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, সংকটাপন্ন ওয়াটারশেড, জলাভুমি এবং আন্ড়র্জাতিক গুর“ত্বপুর্ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বন্যপ্রানী আইন, নিয়মকানুন ইত্যাদি বিষয়গুলি এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার গুলি অধিদপ্তর ষ্টাফদের অবহিত করা।
- বন্যপ্রানী ও প্রকৃতি সংরক্ষন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের ষ্টাফদের পেশাগত বিষয়ে সঠিকভাবে নির্দেশনা প্রদান।

৮.২ ষ্টাফিং

বনবিভাগঃ

বর্তমানে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের অধীন ০২টি রেঞ্জ ও ০৮টি বিট অফিস আছে তবে এ সকল দপ্তরে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী না থাকায় বন্যপ্রানী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে সমস্যা হচ্ছে। এজন্য মাঠ পর্যায়ের বন দপ্তরের শূন্য পদগুলি পূরন করা প্রয়োজন। বর্তমানে বন বিভাগের মাঠকর্মীদের সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সম্পৃক্তির কারনে বন সংরক্ষনে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। বনের অফিসগুলোতে তেমন কোন আসবাবপত্রের ব্যবস্থা না থাকায় অফিস চালানো সমস্যা হচ্ছে তাই সরকারীভাবে অত্র বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনঃ

বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের (পরম/পরিশা/৮/নিসর্গ/১৩৫/ষ্টিং/২০০৬/৩৯৮, তারিখ ২৩/১১/২০০৯) মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্ড়বায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছেন। এই সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন দ্বিস্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র বা নীতি নির্ধারনী স্ড়র হিসাবে কাজ করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি। উলেণ্ঢখ্য যে, মধুপুর জাতীয় উদ্যানের জন্য দুইটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
সরকারী সহ-ব্যবস্থাপনা গঠন সংক্রান্ড় প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সংশিণ্ঢষ্ট রক্ষিত এলাকার মাননীয় সাংসদ, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন যথাক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশিণ্ঢষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা।
নিম্নে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো বিন্যাস উলেণ্ঢখ করা হলো :

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ঃ

মাননীয় সংসদ সদস্য - উপদেষ্টা
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান- উপদেষ্টা
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা- উপদেষ্টা
(ক) সুশীল সমাজ: ৫ জন
(স্থানীয় গনমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক,সমাজকর্মী, ধর্মীয়নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা),
(খ) স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-০১ জন
সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকার সহকারী বন সংরক্ষক -০১ জন
সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকার বীট কর্মকর্তা/ষ্টেশন অফিসার (সর্বোচচ)-০৫ জন
সংশিণ্টষ্ট রক্ষিত এলাকার এর দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকতা-০১ জন
পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি-০১ জন
পাশবর্তী ফরেষ্ট রেঞ্জ কর্মকতা-০১ জন
বিডিআর/কোষ্টগার্ড সদস্য-০১ জন
রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)-০৫ জন
(নুন্যতম দুইজন মহিলা ও একজন পুর"ষ সদস্য)
(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠি -০৪ জন
(বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি সর্বোচ্চ)
স্থানীয় ন-ৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি -০৩ জন
বন সংরক্ষন ক্লাবের প্রতিনিধি -০৫ জন
কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি -০৫জন
পিপলস্ ফোরাম-/ সম্পদ ব্যবহারকারী ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)-২২ জন
রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রামসমুহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে এক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা ।
(ঘ) অন্যান্য সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) -০৫ জন
(কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর)
(কাউন্সিলের সদস্য সর্বোচ্চ ৬৫ জন এবং এর মধ্যে ন্যুনতম ১৫ জন থাকবেন মহিলা)

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা- উপদেষ্টা
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা- উপদেষ্টা

সদস্য ঃ
সহকারী বন সংরক্ষক -০১ জন
সংশিণ্টষ্ট রেঞ্জ কর্মকতা-০১ জন
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি -০২ জন
(নুন্যতম ০১ জন মহিলা থাকবে)
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি - ০২ জন
পিপলস্ ফোরাম প্রতিনিধি -০৬ জন
বন সংরক্ষন ক্লাবের প্রতিনিধি -০২ জন
বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি -০১ জন
ন-ৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি -০২ জন

কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি -০৩ জন
পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি-০২ জন
সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি -০১ জন
সংশিণ্টষ্ট রক্ষিত এলাকার বীট কর্মকর্তা/ষ্টেশন অফিসার -০৫ জন
পাশবর্তী ফরেষ্ট রেঞ্জ কর্মকতা-০১ জন
(নুন্যতম ০৫ জন মহিলা সদস্য)

কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ২৯ জন এবং এর মধ্যে ন্যুনতম ৫ জন থাকবেন মহিলা।

৮.৩ দায়িত্ব কর্তব্যসমুহ ঃ

বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সহব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেয়া যেতে পারে। সকল সদস্য যেন রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রানী সংরক্ষন, ও প্রতিবেশ অবস্থার উপর কাজ করতে পারে এজন্য দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। আইন সংক্রান্ড় বিষয়ে ও বন্যপ্রানীর ক্ষয়ক্ষতির জন্য শাস্ড়ির বিধান সম্পর্কে আরও উন্নত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সহব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগন সঠিকভাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছে কিনা সেজন্য মনিটরিং ট্যুলস তৈরী করা হবে এবং কাজের প্রতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

৯.০ বাজেট ও বাজেট প্রনয়নঃ

মধুপুর রক্ষিত এলাকায় ৫ বৎসরের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় সম্পর্কিত বাজেট (যেখানে বাজেটের আর্থিক সংশেণ্টষ উলেণ্টখ করা হয়েছে)। পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হল।

৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক মুলক বাজেট প্রাক্কলন ঃ

এতদ্ সংক্রান্ড় যে সকল কাজ গুলো করা যেতে পারে তা হলোঃ

- উদ্যান ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সম্ভাব্য খরচের বাজেট প্রস্তুত ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বাস্ড়বায়ন।
- কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি ও বহি: উৎস্য সৃষ্টি/খোঁজা।
- প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন ইত্যাদি।

৯.২ বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জনঃ

মধুপুর জাতীয় উদ্যানের জন্য পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাটি বাজেট প্রাক্কালন (সম্ভাব্য) সহ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রনয়ন করা হয়েছে। এই বাজেট প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন করার সুযোগ আছে। তবে সার্বিকভাবে বাজেট পরিমার্জন ও সংশোধনের বিষয়টি সহ ব্যবস্থাপনার কমিটির সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে গৃহীত হবে। বাজেটে যে কোন ধরনের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন স্বাপেক্ষে বাস্ড়বায়িত হবে।

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন ২৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ঃ

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৬টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২১ টি রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে।

সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলেখিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলেণ্টখ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড়নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এন এস এবং পি এফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা।
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভলশীল।

উলেণ্টখ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড' প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্র"তি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্র"তিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ঃ

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্য়মেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন এর সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া

- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলেণ্ঢখিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরনঃ

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অন্র্ড়ভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রানী আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে বন বিভাগ একটি যুগোপযোগী জাতীয় বননীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয়/ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওর্য়াক স্থাপন ঃ

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়ারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠ (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা জর"রী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশিণ্ঢষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জর"রী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওর্য়াক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্ড়িত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমন: ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন, ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমন: গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন, ইত্যাদি।

১১.৩ মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

১১.৩.১ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তন হলে মধ্যাঞ্চল সহ দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় ছড়া সহ নদী-নালাতে পানিপ্রবাহ বাড়বে, বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.২ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে দেশের মধ্যাঞ্চলের প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ আরো হ্রাস পাবে। নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে নব্যতা সংকটে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে এলাকার বন সহ সেচ ব্যবস্থা মারাত্নক হুমকির মুখে পড়তে পারে। নদীর ক্ষীন প্রবাহ নদী দূষন বৃদ্ধির অন্যতম কারন।

১১.৩.৩ আকস্মিক বন্যা

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও ব্রক্ষপুত্র, যমুনা এবং পদ্মা নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশ এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। ফলে মারাত্নক ফসলহানীর কারন হতে পারে।

১১.৩.৪ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীয়ভাবের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৫ ঝড় ঝঞ্চা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে মধ্যাঞ্চল জেলাসমূহ সহ মধুপুর জাতীয় উদ্যানের বৃক্ষসমূহ ঝড় ঝঞ্চার কারনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৬ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, বৃহত্তম ঢাকা, ময়মনসিং এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। এতে জেলার বৃহত্তর নদীগুলো মারাত্নক ভাঙ্গনের করলে পতিত হয়েছে। অপরদিকে নতুন ভূমি গঠন হলেও বালিয়ারীর কারনে এখনও ভালোভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপের জন্য করণীয় সম্ভাব্য অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে মধুপুর জাতীয় উদ্যানসহ এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন গ্রহন করা যেতে পারে:

১১.৪.১ ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত/নদীর ক্ষীন প্রবাহ জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়াঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা
- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
- লম্বা শিকড় হয় এমন গাছ লাগানো

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড় সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (জবপুপষব) পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।
- নদীর নব্যতা রক্ষার্থে নিয়মিত ড্রেজিং করা

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা হঠাৎ বন্যা কবলিত হতে পারে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশি- ষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।
- নদী দূষনের বিষয়ে আশপাশের জনগনকে করনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন
- দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন
- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানাস্ড়র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন/নতুন পুকুর খনন/পুরাতন পুকুর সংস্কার করা
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/ খাঁচায় মাছ চাষ, ইত্যাদি।

১১.৬ কমিউনিটি ভিত্তিক চিহ্নিতকৃত মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

ক) সিএমসির নামঃ দোখলা সিএমসি

বর্তমান ব্যবস্থাপনা (Management Stuation)/অবস্থা

রক্ষিত এলাকার নাম ঃ মধুপুর জাতীয় উদ্যান
ভিসিএফ এর সংখ্যা ঃ ৩৮টি
ইউনিয়ন ঃ অরনখোলা (গ্রাম ৫টি) এবং শোলাকুড়ি (গ্রাম ১০টি)
উপজেলা ঃ মধুপুর
জেলাঃ টাঙ্গাইল

ক্রম	ভিসিএফ এর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
০১	ভুটিয়া উত্তর পাড়া	ভুটিয়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০২	ভুটিয়া উত্তর পাড়া	ভুটিয়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৩	ভুটিয়া দক্ষিন পাড়া	ভুটিয়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৪	আমলীতলা মেম্বারপাড়া	আমলীতলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৫	আমলীতলা ফকিরপাড়া	আমলীতলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৬	আমলীতলা মধ্যপাড়া	আমলীতলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৭	আমলীতলা গোনারপাড়া	আমলীতলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৮	আমলীতলা মিশন পাড়া	আমলীতলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৯	অরনখোলা দক্ষিনপাড়া	অরনখোলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল

১০	অরনখোলা মেম্বারপাড়া	অরনখোলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১১	অরনখোলা কালারবাজার	অরনখোলা	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১২	চাঁপাইদ মিশনপাড়া	চাঁপাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৩	চাঁপাইদ পূর্বপাড়া	চাঁপাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৪	চাঁপাইদ পশ্চিমপাড়া	চাঁপাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৫	সাইনামারী বর্মনপাড়া	সাইনামারী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৬	সাইনামারী মধ্যপাড়া	সাইনামারী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৭	সাইনামারী জয়পুর	সাইনামারী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৮	সাইনামারী লাইনপাড়া	সাইনামারী	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৯	পীরগাছা মিশনপাড়া	পীরগাছা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২০	পীরগাছা পুর্বপাড়া	পীরগাছা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২১	পীরগাছা বর্মনপাড়া	পীরগাছা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২২	পীরগাছা ডাবরপাড়া	পীরগাছা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৩	হাগুরাকুড়ি পূর্বপাড়া	হাগুরাকুড়ি	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৪	হাগুরাকুড়িপশ্চিমপাড়া	হাগুরাকুড়ি	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৫	হাগুরাকুড়ি হরিসভা	হাগুরাকুড়ি	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৬	ধরংপাড়া	হাগুরাকুড়ি	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৭	হরিনধরা পূর্বপাড়া	হাগুরাকুড়ি	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৮	হরিনধরা পশ্চিমপাড়া	হাগুরাকুড়ি	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৯	জয়নাগছা পূর্বপাড়া	জয়নাগাছা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩০	জয়নাগাছা পশ্চিমপাড়া	জয়নাগাছা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩১	বেদুরিয়া উত্তর দক্ষিনপাড়া	বেদুরিয়া	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩২	বেদুরিয়া পূর্বপাড়া	বেদুরিয়া	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩৩	গিলাগাছা	গিলাগাছা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩৪	পেগামারী	পেগামারী	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩৫	কেজাই বন্দরিয়া	কেজাই বন্দরিয়া	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩৬	বড় চুনিয়া	চুনিয়া	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩৭	উত্তর চুনিয়া	চুনিয়া	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩৮					

জনসংখ্যাঃ ১৭৪৯৯ জন (পুর ষঃ ৮৯২৮, নারীঃ ৮৫৭১), শিক্ষিত জনগোষ্ঠির হারঃ ৬৩%

ভূ-প্রকৃতিঃ এটেল, দোআশ মাটি ও সমতল ভুমি। মাটি লালচে, মাঝে মধ্যে গড় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেড়ীবাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট/বাজার ইত্যাদি)ঃ পাকা সড়ক ৫ কিঃ মিঃ, ইট সোলিং রাস্ড়া ৫.৫ কিঃমিঃ, কাঁচা মাটির সড়ক ২২.৫ কিঃ মিঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮টি, উচ্চ বিদ্যালয় ২টি, মসজিদ ১৫টি, গীর্জা ১২টি, মন্দির ৪টি, মাদ্রাসা ৭টি, বাজার ৭টি, ব্রীচ ৯টি, আশ্রম ১টি, খ্রীষ্ট ধর্মপল-ী ১টি, ক্লাব ৮টি, ব্রাক স্কুল ২টি।

নদ-নদী, খালঃ খাল ৩ কিঃ মিঃ (ধারাবাইদ খাল ১ কিঃ মিঃ, ডাবর খাল ১ কিঃ মিঃ ও ক্ষীর খাল ১ কিঃ মিঃ)।

বিল/জলাশয়/হাওর/বিল(সংখ্যা/এলাকার পরিমান) ঃ ১টি হাওদা বিল পুরাটা আবাদ হয়। পুকুর ৪৫ টি যার আয়তন ৬০০ শতাংশ।

বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমানঃ ফরেষ্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সৃজিত সামাজিক বন, উডলট বাগান ও প্রাকৃতিক বন। প্রধান প্রজাতি আকাশমনি, বকাইন, ইউক্যালিপটাস, ম্যানজিয়াম, আর গজারী, সেগুন, গামারী ইত্যাদি।

কৃষি জমিঃ কিছু নামা ও উচু সমতল ভূমি এবং কিছু উচু গড়যুক্ত ভুমি।

উৎপাদিত ফসলঃ আনারস, কলা, কচু, আদা, হলুদ ও ধান এবং কিছু শীতকালীন সবজি।

প্রাকৃতিক দূর্যোজ (দূর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি)ঃ অতিবৃষ্টি, ক্ষরা, ঝড়।

সময়কালঃ আষাঢ়-ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন-চৈত্র

ক্ষয়ক্ষতিঃ ফসল নষ্ট বাড়ীঘর ও রাস্ড়ঘাট নষ্ট।

ছক ১ ঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগের তথ্যাবলী

দূর্যোগ	দূর্যোগের তীব্রতা (খুববেশী, বেশী, মধ্যম, কম)	সময়কাল (মাস)	কতটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
অতিবৃষ্টি	বেশী	আষাঢ়-ভাদ্র	২৯৪১	জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ফসলের ক্ষতি হয়। ব্রীজ কার্লভাট রাস্ড়াঘাট এর ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টির ফলে বাইরে যাওয়ার সুজোগ না থাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে না
খরা	মধ্যম	আশ্বিন-কার্ত্তিক, ফাল্গুন-চৈত্র	২৫৭৩	-ক্ষরা হলে কৃষি শ্রমের সমস্যা প্রকট আকার ধারন করে -গবাদি পশুর খাদ্য সংকট ব্যপক হারে দেখা দেয় -পানি অভাবে অন্য ফসল করা যায় না
ঝড়	মধ্যম	চৈত্র-বৈশাখ		গাছ ভেঙ্গেছে, ফসল নষ্ট হয়েছে, স্কুল ঘর ভেঙ্গে ক্লাস বন্ধ ছিল

ছক ২ঃ দূর্যোগের মাত্রা নির্ধারন

দূর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুরতর	গুরতর	গুরতর নয়	আদৌ কোন ঝুকি নেই
অতিবৃষ্টি			✓		
খরা			✓		
ঝড়				✓	

ছক ঃ ৩ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সম্ভাব্য খাত নির্ধারণ

দূর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্ড়া/ঘাট/ ব্রিজ/কালভার্ট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
অতিবৃষ্টি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
খরা	✓	-	-	-	-	-	-	✓	
ঝড়	✓	-	-	-	✓	-	-	-	

ছক-৪ ঃ অভিযোজনের উপায় বিশেণ্ডষণ

দূর্যোগের ধরন	অভিযোজনের উপায়	এধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না হলে কি করতে হবে
অতিবৃষ্টি	-ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা। -খাল ও বিল খনন করে পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। -ব্রীজ কার্লভাট তৈরী করা। -বাড়ীঘর বসতভিটা উচু করা। -বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। -জরুরী দূর্যোগ তহবিল গঠন করতে হবে। -দল গঠন করতে হবে। -কৃষি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।	-না।	-এলাকার মানু এক হতে পারে না। -সচেতনতার অভাব। -সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ নাই। -উদ্যোগী নেতৃত্বের ঘাটতি। -খালবিল খননের অর্থ সংকট।	-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা -ইউপির সাথে যোগাযোগ করা -স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে কাজ করা -সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে -এলাকার মানুষ এক হতে হবে
খরা	-ক্ষরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষাবাদ করা। -কম সেচ লাগে এমন ফসল চাষ করা। -সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। -অধিক হারে বনায়ন করা। -গজারী বন রক্ষা করা। -ডিট সেচ মেসিন বসানো।	- না।	-এধরনের ফসল চাষে আগ্রহ কম। -বীজ সংকট থাকে। -সচেতনাতার অভাব। -অর্থের অভাব। -কৃষকের ফসল তৈরীর দক্ষতা নাই।	-মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা -প্রশিক্ষন প্রদান করা -বীজের ব্যবস্থা করা -সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটানো -গজারি বন রক্ষ করতে হবে -ডিপ সেচ মেসিন বসাতে হবে
ঝড়	-গাছ লাগানো ও সচেতন করা।	-না।	সচেতনতার অভাব।	

	-বাড়ীঘর বসতভিটা মজবুত করা। -বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। -জর"রী দূর্যোগ তহবিল গঠন করতে হবে। -দল গঠন করতে হবে।		-এলাকার মানুষ এক হতে পারে না। -সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ নাই। -উদ্যোগী নেতৃত্বের ঘাটতি।	

ছক-৫ ঃ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমুহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারন	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন"ড়্ব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
দোখলা সিএমও	অতিবৃষ্টি	-সচেতনতাবৃদ্ধি -দল গঠন করা। -কৃষি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।	-ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। -দ্র"ত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা। -খাল ওবিল খনন করে পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। -ব্রীজ কার্লভাট তৈরী করা। -বাড়ীঘর বসতভিটা উচু করা। -বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।	-জনবল -নির্মান সামগ্রী -অর্থ -সার বীজ	৬১৯৭৭০০০/-	স্থানীয় সরকার, এলাকাবাসী ও এনজিও। -স্থানীয় যুবক ও মাতব্বর। -ইউপি পরিষদ। -উপজেলা প্রশাসন। -জেলা পরিষদ।	-যোগাযোগ, স্মারক প্রদান মিডিয়া ফোকাস বাবদ। -এলাকার জনগন কবার খনন হলে পরবর্তীতে স্থানীয় জনগন মেরামত করবে।
দোখলা সিএমও	খরা	-ক্ষরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষাবাদ করা।	-সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। -ডিপ সেচ মেসিন	-বীজ -প্রযুক্তি -জনবল	৭৩৬২১০০০/-	বিভিন্ন সংস্থা -ইউপি পরিষদ -উপজেলা পরিষদ	

		-অধিক হারে বনায়ন করা। -গজারি বন রক্ষা করা।	বসানো। -কম সেচ লাগে এমন ফসল চাষ করা।	-অর্থ- -সার -দক্ষতা -প্রশিক্ষন -গাছের চারা		-জেলা পরিষদ। -দাতা গোষ্ঠী	
দোখলা সিএমও	ঝড়	-জর ুরী দুর্যোগ তহবিল গঠন করতে হবে। -দল গঠন করতে হবে।	-গাছ লাগানো -সচেতন করা -বাড়ীঘর বসতভিটা মজভুত করা। -বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।	-জনবল -অর্থ -গাছের চারা	১৬৯০০০০০/-	-স্থানীয় সরকার -এলাকাবাসী -এনজিও -বন বিভাগ	

ছক-৬ গোষ্ঠি ভিত্তিক অভিযোজনের পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যাগত)					মন্ড়ব্য
		১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট	

খ) সিএমসির নাম: জাতীয় উদ্যান সদর সিএমসি

বর্তমান ব্যবস্থাপনা (Management Stuation) /অবস্থা

রক্ষিত এলাকার নাম ঃ মধুপুর জাতীয় উদ্যান
ভিসিএফ এর সংখ্যা ঃ ৫১টি
ইউনিয়ন ঃ ৪টি: অরনখোলা (গ্রাম ৯টি), শোলাকুড়ি (গ্রাম ৩টি), ঘোগা (গ্রাম ৪টি), দাওগাঁও (গ্রাম ৫টি)
উপজেলা ঃ মধুপুর ও মুক্তাগাছা
জেলা ঃ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

ক্রম	ভিসিএফ এর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
০১	জলছত্র বিদ্যালয় পাড়া	জলছত্র	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০২	জলছত্র মধ্য পাড়া	জলছত্র	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৩	জলছত্র ওয়ার্ল্ডভিশন পাড়া	জলছত্র	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৪	জলছত্র লাইনপাড়া	জলছত্র	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৫	জলছত্র বাজার পাড়া	জলছত্র	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৬	জলছত্র বংশীবাইদ পাড়া	জলছত্র	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৭	জলছত্র পুলিশ ফাড়ী পাড়া	জলছত্র	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৮	বেড়ীবাইদ দক্ষিনপাড়া	বেড়ীবাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
০৯	বেড়ীবাইদ পূর্বপাড়া	বেড়ীবাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১০	বেড়ীবাইদ পশ্চিমপাড়া	বেড়ীবাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১১	বেড়ীবাইদ পচারচনা	বেড়ীবাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১২	বেড়ীবাইদ বৈরাগীবাজার	বেড়ীবাইদ	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৩	গাছাবাড়ী ডিপটিউবওয়েলপাড়া	গাছাবাড়ী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৪	গাছাবাড়ী মসজিদপাড়া	গাছাবাড়ী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৫	গাছাবাড়ী গাঁপাড়া	গাছাবাড়ী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৬	গাছাবাড়ী পশ্চিমপাড়া	গাছাবাড়ী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৭	গাছাবাড়ী পূর্বপাড়া	গাছাবাড়ী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৮	গাছাবাড়ী মুন্সিপাড়া	গাছাবাড়ী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৯	মাগন্ড্রী নগর দক্ষিনপাড়া	মাগন্ড্রীনগর	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২০	মাগন্ড্রী নগর উত্তর পাড়া	মাগন্ড্রীনগর	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২১	গায়ড়া পূর্বপাড়া	গায়ড়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২২	গায়ড়া উত্তরপাড়া	গায়ড়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৩	গায়ড়া দক্ষিনপাড়া	গায়ড়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৪	গায়ড়া মধ্যপাড়া	গায়ড়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৫	জাঙ্গালিয়া উত্তর পাড়া	জাঙ্গালিয়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৬	জাঙ্গালিয়া দক্ষিনপাড়া	জাঙ্গালিয়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৭	জাঙ্গালিয়া পুর্বপাড়া	জাঙ্গালিয়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৮	টেলকী মুসলিমপাড়া	টেলকী	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২৯	জলই	জলই	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩০	গেচুয়া	গেচুয়া	অরনখোলা	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩১	সাধুপাড়া	সাধুপাড়া	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩২	জালাবাধা	জালাবাধা	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৩৩	কাঁকড়াগুনী	কাঁকরাগুনী	শোলাকুড়ি	মধুপুর	টাঙ্গাইল

৩৪	বিজয়পুর	বিজয়পুর	ঘোগা	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৩৫	বিজয়পুর উত্তরপাড়া	বিজয়পুর	ঘোগা	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৩৬	হরিনাতলা উত্তরপাড়া	হরিনাতলা	ঘোগা	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৩৭	হরিনাতলা মধ্যপাড়া	হরিনাতলা	ঘোগা	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৩৮	চাঁনপুর উত্তরপাড়া	চাঁনপুর	ঘোগা	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৩৯	চাঁনপুর দক্ষিনপাড়া	চাঁনপুর	ঘোগা	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪০	সাতারিয়া	সাতারিয়া	ঘোগা	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪১	পাহাড়পাবৈজান উত্তরপাড়া	পাহাড়পাবৈজান	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪২	পাহাড়পাবৈজান দক্ষিনপাড়া	পাহাড়পাবৈজান	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪৩	কমলাপুর উত্তরপাড়া	কমলাপুর	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪৪	কমলাপুর দক্ষিনপাড়া	কমলাপুর	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪৫	কমলাপুর মধ্যপাড়া	কমলাপুর	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪৬	রাজাবাড়ী	রাজাবাড়ী	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪৭	রাজাবাড়ী দক্ষিনপাড়া	রাজাবাড়ী	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪৮	কাঠালিয়া পশ্চিমপাড়া	কাঠালিয়া	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৪৯	কাঠালিয়া পুর্বপাড়া	কাঠালিয়া	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৫০	বালিয়াপাড়া মাদ্রাসাপাড়া	বালিয়াপাড়া	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ
৫১	বালিয়াপাড়া বিদ্যালয়পাড়া	বালিয়াপাড়	দাওগাঁও	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ

জনসংখ্যাঃ ২৩৮৮৯ জন (পুর"ষঃ ১২১৫৩, নারীঃ ১১৭৩৬), শিক্ষিত জনগোষ্ঠির হারঃ ৬২%

ভূ-প্রকৃতিঃ এটেল, দোআশ মাটি ও সমতল ভুমি। মাটি লালচে, মাঝে মধ্যে গড় অঞ্চলের বৈশিষ্ট।

অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেড়ীবাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট/বাজার ইত্যাদি)ঃ পাকা সড়ক ১২ কিঃ মিঃ, ইট সোলিং রাস্ড়া ৪.৫ কিঃমিঃ, কাঁচা মাটির সড়ক ৪২ কিঃ মিঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯টি, উচ্চ বিদ্যালয় ২টি, মসজিদ ৩১টি, গীর্জা ১৬টি, মন্দির ৫টি, মাদ্রাসা ৮টি, বাজার ৯টি, ব্রীজ/কার্লভাট ১টি, মিশন ১টি, ক্লাব ৭টি, পুলিশফাড়ী ১টি।

নদ-নদী, খালঃ- খাল ৮৩ কিঃ মিঃ (বানার খাল ৫ কিঃ মিঃ, দৈরা খাল ৩ কিঃ মিঃ)।

বিল/জলাশয়/হাওর/বিল(সংখ্যা/এলাকার পরিমান)ঃ ১টি হাওদা বিল পুরাটা আবাদ হয়। পুকুর ৪৫ টি যার আয়তন ৬০০ শতাংশ।

বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমান)ঃ ফরেষ্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সৃজিত সামাজিক বন, উডলট বাগান ও প্রাকৃতিক বন। প্রধান প্রজাতি আকাশমনি, বকাইন, ইউক্যলিপটাস, ম্যানজিয়াম, আর গজারী, সেগুন, গামারী ইত্যাদি।

কৃষি জমিঃ কিছু নামা ও উচু সমতল ভূমি এবং কিছু উচু গড়যুক্ত ভুমি।
উৎপাদিত ফসলঃ আনারস, কলা, কচু, আদা, হলুদ ও ধান এবং কিছু শীতকালীন সবজি।

প্রাকৃতিক দূর্যোজ (দূর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি)ঃ অতিবৃষ্টি, ক্ষরা, ঝড়।

সময়কালঃ আষাঢ়-ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন-চৈত্র

ক্ষয়ক্ষতিঃ ফসল নষ্ট বাড়ীঘর ও রাস্ড়াঘাট নষ্ট।

ছক-১ ঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগের তথ্যাবলী

দূর্যোগ	দূর্যোগের তীব্রতা (খুববেশী, বেশী, মধ্যম, কম)	সময়কাল (মাস)	কতটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
অতিবৃষ্টি	বেশী	আষাঢ়-ভাদ্র	২৯৪১	জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ফসলের ক্ষতি হয়। ব্রীজ কার্লভাট রাস্ড়াঘাট এর ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টির ফলে বাইরে যাওয়ার সুজোগ না থাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে না
খরা	মধ্যম	আশ্বিন-কার্ত্তিক, ফাল্গুন-চৈত্র	২৫৭৩	-ক্ষরা হলে কৃষি শ্রমের সমস্যা প্রকট আকার ধারন করে -গবাদি পশুর খাদ্য সংকট ব্যপক হারে দেখা দেয় -পানি অভাবে অন্য ফসল করা যায় না
ঝড়	মধ্যম	চৈত্র-বৈশাখ	৩১০	গাছ ভেঙ্গেছে, ফসল নষ্ট হয়েছে, স্কুল ঘর ভেঙ্গে ক্লাস বন্ধ ছিল
পানির স্ড়র নীচে নেমে যাওয়া	বেশী	চৈত্র-জৈষ্ঠ্য	৩৫৫	-কোন কোন এলাকায় নলকুপে পানি না ওঠায় পানীয় জলের কষ্ট হয় -পানি অভাবে অন্য ফসল করা যায় না -নীচে মেসিন বসিয়ে পানি তুলতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়
তাপমাত্রা বৃদ্ধি	বেশী	চৈত্র-জৈষ্ঠ্য	২২০	-কৃষি শ্রমের সমস্যা প্রকট আকার ধারন করে -তাপদাহ জনিত রোগব্যধি দেখা দেয় -জিবীকার সংকট দেখা দেয়

ছক-২ঃ দূর্যোগের মাত্রা নির্ধারন

দূর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুরতর	গুরতর	গুরতর নয়	আদৌ কোন ঝুকি নেই
অতিবৃষ্টি			✓		
খরা			✓		
ঝড়			✓	✓	
পানির স্ড়র নীচে নেমে যাওয়া			✓		
তাপমাত্রা বৃদ্ধি			✓		

ছক-৩ঃ দূর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সম্ভাব্য খাত নির্ধারন

দূর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্তা/ঘাট/ ব্রিজ/কালভার্ট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
অতিবৃষ্টি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
খরা	✓	-	-	-	-	-	-	✓	
ঝড়	✓	-	-	-	✓		-		
পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	
তাপমাত্রা বৃদ্ধি	✓	✓	✓			✓	✓	✓	

ছক-৪ ঃ সম্ভাব্য অভিযোজনের উপায় বিশেণ্ডষণ

দূর্যোগের ধরন	অভিযোজনের উপায়	এধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না হলে কি করতে হবে
অতিবৃষ্টি	-দ্রুত পানি নিস্কানের ব্যবস্থা করা। -খাল ও বিল খনন করে পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	-না।	-এলাকার মানু এক হতে পারে না। -সচেতনতার অভাব।	-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা -ইউপির সাথে যোগাযোগ করা -স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে কাজ করা
	-ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে -ব্রীজকার্লভাট তৈরী করা। -বাড়ীঘর বসতভিটা উচু করা। -বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। -জরুরী দুযোগ তহবিল গঠন করতে হবে। -দল গঠন করতে হবে। -কৃষি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।		-সেবাদানকারী প্রতিষ্টানের সাথে যোগাযোগ নাই। -উদ্যোগী নেতৃত্বের ঘাটতি। -খাল বিল খননের অর্থ সংকট।	-সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে -এলকাকার মানুষ এক হতে হবে
খরা	-ক্ষরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষাবাদ	- না।	-এধরনের ফসল চাষে আগ্রহ কম।	-মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

	করা। -কম সেচ লাগে এমন ফসল চাষ করা। -সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। -অধিক হারে বনায়ন করা। -গজারী বন রক্ষা করা। -ডিট সেচ মেসিন বসানো।		-বীজ সংকট থাকে। -সচেতনাতার অভাব। -অর্থের অভাব। -কৃষকের ফসল তৈরীর দক্ষতা নাই।	-প্রশিক্ষন প্রদান করা -বীজের ব্যবস্থা করা -সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটানো -গজারি বন রক্ষ করতে হবে -ডিপ সেচ মেসিন বসাতে হবে
ঝড়	-গাছ লাগানো ও সচেতন করা। -বাড়ীঘর বসতভিটা মজবুত করা। -বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। -জর"রী দূর্যোগ তহবিল গঠন করতে হবে। -দল গঠন করতে হবে।	-না।	সচেতনতার অভাব। -এলাকার মানুষ এক হতে পারে না। -সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ নাই। -উদ্যোগী নেতৃত্বের ঘাটতি।	-সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে -ইউপির সাথে যোগাযোগ করা -স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে কাজ করা
পানির স্ড়র নীচে নেমে যাওয়া	-ভূগর্ভস্থ পানির ব্রবহার কমানো এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বেশী করা। - কম সেচ লাগে এমন ফসল চাষ করা। -অধিক হারে বনায়ন করা। -গজারী বন রক্ষা করা।	না	-পর্যাপ্ত পানির আধার নেই। -এধরনের ফসল চাষে আগ্রহ কম। -বীজ সংকট থাকে। -সচেতনাতার অভাব। -অর্থের অভাব। -কৃষকের ফসল তৈরীর দক্ষতা নাই।	-মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা -পর্যাপ্ত পানির আধার তৈরী করা -সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো -গজারি বন রক্ষা করতে হবে
তাপমাত্রা বৃদ্ধি	-উন্নত চুলা ব্যবহার করা। -অধিক হারে বনায়নকরা। -গজারি বন রক্ষা করা।	না	-উন্নত চুলা ব্যবহার করতে এলাকাবাসী সচেতন না।	-মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা -গজারি বন রক্ষা করতে হবে -উন্নত চুলা ব্যবহারকরাতে এলাকাবাসীকে সচেতন করা

ছক-৫ ঃ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমুহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারন	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
জাউস সিএমও	অতিবৃষ্টি	-সচেতনতাবৃদ্ধি -দল গঠন করা। -কৃষি পুনর্বাসনের ব্রবস্থা করা।	-ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। -দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা। -খাল ওবিল খনন করে পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। -ব্রীজ কার্লভাট তৈরী করা। -বাড়ীঘর বসতভিটা উচু করা। -বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।	-জনবল -নির্মান সামগ্রী -অর্থ -সার বীজ	৫৯০৫৫০০০/-	স্থানীয় সরকার, এলাকাবাসী ও এনজিও। -স্থানীয় যুবক ও মাতব্বর। -ইউপি পরিষদ। -উপজেলা প্রশাসন। -জেলা পরিষদ।	-যোগাযোগ, স্মারক প্রদান মিডিয়া ফোকাস বাবদ। -এলাকার জনগন কবার খনন হলে পরবর্তীতে স্থানীয় জনগন মেরামত করবে।
জাউস সিএমও	খরা	-ক্ষরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষাবাদ করা। -অধিক হারে বনায়ন করা। -গজারি বন রক্ষা করা।	-সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। -ডিপ সেচ মেসিন বসানো। -কম সেচ লাগে এমন ফসল চাষ করা।	-বীজ -প্রযুক্তি -জনবল -অর্থ- -সার -দক্ষতা -প্রশিক্ষন -গাছের চারা	৭২০৬০০০০/-	বিভিন্ন সংস্থা -ইউপি পরিষদ -উপজেলা পরিষদ -জেলা পরিষদ। -দাতা গোষ্ঠী	
জাউস সিএমও	ঝড়	-জরুরী দুর্যোগ তহবিল গঠন করতে হবে। -দল গঠন করতে	-গাছ লাগানো -সচেতন করা -বাড়ীঘর বসতভিটা মজভুত করা।	-জনবল -অর্থ -গাছের চারা	১৫৮৫০০০০/-	-স্থানীয় সরকার -এলাকাবাসী -এনজিও -বন বিভাগ	

		হবে।	-বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।				
জাউস সিএমও	পানি স্ড়র নীচে নেমে যাওয়া	-ভূগর্ভস্থ পানির ব্রবহার কমানো এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বেশী করা। -কম সেচ লাগে	-অধিক হারে বনায়ন করা। -গজারি বন রক্ষা করা।		৩৬৫৪০০০/-	বিভিন্ন সংস্থা -ইউপি পরিষদ -উপজেলা পরিষদ -জেলা পরিষদ	
		এমন ফসল চাষ করা।				পরিষদ -দাতা গোষ্ঠি	
জাউস সিএমও	**তাপমাত্রা বৃদ্ধি**	উন্নত চুলা ব্যবহার করা	-গজারি বন রক্ষা করা। -অধিক হারে বনায়ন করা।		২১২২০০০/-	স্থানীয় সরকার -এলাকাবাসী -এনজিও -বনবিভাগ	

ছক-৬ গোষ্ঠি ভিত্তিক অভিযোজনের পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যাগত)					মন্ড়ব্য
		১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট	

পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)
মধুপুর জাতীয় উদ্যান সহব্যবস্থাপনা কমিটি
(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৫)

কার্যক্রম (ভৌত)	ইউনিট	বৎসর						ইউনিট খরচ টাকা (হাজারে)	মোট খরচ টাকা (হাজারে)
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট		
১.০ আবাসভুমি সংরক্ষন সংক্রান্ড়									
১.১ ম্যাপ তৈরী	সংখ্যা	৪	-	-	-	-	৪	২	৮
১.২ সাইনবোর্ড/ বিল বোর্ড স্থাপন	সংখ্যা	৫০	৫০	-	-	-	১০০	১.৫	১৫০
১.৩ সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং সহব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	সংখ্যা	০২	-	-	-	-	০২	২৫	৫০
১.৪ বনের গাছ কাটা, আগুন লাগানো, জমি জবরদখল, পেট্রোলিং দল বিষয়ক	সংখ্যা	১	১	১	১	১	৫	১৫	৭৫
১.৫ যোগাযোগ	টাকা							১০০	১০০
১.৬ জীববৈচিত্র্য রক্ষা ভর্তুকি, সম্মানী ভাতা বনবিভাগ ও স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডার	সংখ্যা	৪	৪	৪	৪	৪	১৬	৫	৮০
১.৭ বনভুমির দ্বন্ধ নিরসন বিষয়ক খরচ	সংখ্যা	২	২	২	২	২	১০	৫	৫০
১.৮ সংরক্ষন ও বেনিফিট শেয়ারিং বন্টন বিষয়ক	সংখ্যা	২	২	২	২	২	১০	৫	৫০
								সাব মোট	**৫৬৩**
২.০ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম									
২.১ ল্যান্ডস্কেপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	সংখ্যা	১	১	১	১	১	৫	৫	২৫
২.২ জীববৈচিত্র ও বনভুমি রক্ষা বিষয়ক।	সংখ্যা	১	১	১	১	১	৫	১০	৫০
২.৩ এনরিচমেন্ট বনায়ন (পুণঃ বনায়ন)	হে.	৩০০	৩০০	২০০	২০০	২০০	১২০০	০.৫	৬০০
২.৪ স্বল্প মেয়াদী বৃক্ষরোপন (উডলট)	হে.	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	১৫০০	১০	১৫০০০
২.৫ আবাসভুমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম	হে.	৩	২	২	২	১	১০	১০	১০০
২.৬ বর্তমান জলাভুমির পুণঃসংস্কার	হে.	৩	৩	৩	৩	৩	১৫	৫০	৭৫০
২.৭ বর্তমান বনবিভাগের বিল্ডিং নতুন হিসাবে গড়ে তোলা।	সংখ্যা	২	৩	১	-	-	৬	৫০	৩০০
২.৮ বর্তমান বনায়ন ও প্রাকৃতিক উদ্ভিদ	হে.	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	১০০০	০.৫	৫০০

কার্যক্রম (ভৌত)	ইউনিট	বৎসর						ইউনিট খরচ টাকা (হাজারে)	মোট খরচ টাকা (হাজারে)
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট		
ব্যবস্থাপনা									
২.৯ রাস্ড়র পাশে বনায়ন করা	কি.মি.	২	৩	৩	৩	৩	১৪	৪০	৫৬০
								সাবমোট	**১৭৮৮৫**
৩.০ অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ক									
৩.১ রাস্ড়র মেরামত	কি.মি	৫	৪	-	-	-	৯	৪০০০	৩৬০০০
৩.২ রেষ্ট হাউজ/কটেজ মেরামত	সংখ্যা	-	-	৭	৬	-	১৩	১২০০	১৫৬০০
৩.৩ পিকনিক স্পট	সংখ্যা	২	২	-	-	-	৪	৫০০	২০০০
৩.৪ পানির লাইন/বিদ্যুৎ স্থাপন ও মেরামত	কি.মি	২	২	১	-	-	৫	৪০০	২০০০
								সাবমোট	**৫৫৬০০**
৪.০ জীবন যাত্রা উন্নয়ন বিষয়ক									
৪.১ প্রদর্শনী কেন্দ্র তৈরী।	সংখ্যা	০১	০১	-	-	-	০২	১০০০	২০০০
৪.২ প্রাণি প্রজাতি সংরক্ষন	সংখ্যা	১০	২০	২০	২৫	২৫	১০০	১০	১০০০
৪.৩ উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ	সংখ্যা	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	১৫০	২	৩০০
৪.৪ স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ	সংখ্যা	২০	৩০	৩০	৩০	৩০	১৪০	১	১৪০
৪.৫ মাছ চাষ (পুকুরে)	হে.	-	১	১		-	২	১৫০	৩০০
৪.৬ মাছ চাষ (লেকে)	কি.মি.	-	০৩	০৩	০৩	-	০৯	২০০	১৮০০
৪.৭ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় শাকসব্জী চাষ স্থানীয় জনগনের মাধ্যমে	হে.	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	২৫০	১	২৫০
৪.৮ ষ্টেকহোল্ডার পরামর্শ প্রদান করা।	টাকা	-	-	-	-	-	-	৫	৫
								সাবমোট	**৫৭৯৫**
৫. ০ সুযোগ সুবিধাদি বিষয়ক									
৫.১ ডাষ্টবিন/ওয়েষ্টবিন সেট আপ	সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	২৫০	২৫	৬২৫০
৫.২ লাইব্রেরী স্থাপন	সংখ্যা	-	-	১	১	-	০২	৫০০	১০০০
৫.৩ বিট অফিসের কোয়ার্টার নির্মান	সংখ্যা	০২	০২	০১	০১	০১	০৭	৫০০	৩৫০০
৫.৩ রেঞ্চ অফিস কোয়ার্টার	সংখ্যা	০১	০১	-	-	-	০২	৫০০	১০০০
৫.৪ এসিএফ অফিস কোয়াটার মেরামত	সংখ্যা	-	-	০১	-	-	০১	৩০০	৩০০
৫.৫ গ্যারেজ স্থাপন	সংখ্যা	০২	-	-	-	-	০২	২০০	৪০০

কার্যক্রম (ভৌত)	ইউনিট	বৎসর						ইউনিট খরচ টাকা (হাজারে)	মোট খরচ টাকা (হাজারে)
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট		
৫.৬ গার্ড/প্রেট্রোলিং দলের জন্য ব্যরাক স্থাপন	সংখ্যা	০২	০২	০২	-	-	০৬	১০০	৬০০
৫.৭ বন বাংলো মেরামত	সংখ্যা	০১	০২	০১	-	-	০৪	৩০০	১২০০
৫.৮ প্রাণি প্রজনন ঘর নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	-	-	-	০২	৩০০	৬০০
৫.৯ গণশৌচাগার নির্মান	সংখ্যা	০২	০২	০২	০১	০১	০৮	৫০	৪০০
৫.১০ বাইসাইকেল	সংখ্যা	-	০৪	-	-	-	০৪	৮	৩২
৫.১১ পিকাপ ভ্যান	সংখ্যা	০১	০১	-	-	-	০২	২০০০	৪০০০
৫.১২ গার্ড ব্যারাক মেরামত	সংখ্যা	০২	০১	-	-	-	০৩	৫০	১৫০
৫.১৩ প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন	সংখ্যা	-	-	-	০১	-	০১	১৩০০	১৩০০
৫.১৪ সহব্যবস্থাপনা কমিটির অফিস স্থাপন	সংখ্যা	-	০২	-	-	-	০২	১০০০	২০০০
৫.১৫ অফিস সরঞ্জাম (আসবাব পত্র)	টাকা	-	-	-	-	-	-	৩০০	৬০০
৫.১৬ মাঠ সরঞ্জাম	টাকা	-	-	-	-	-	-	২০০	২০০
৫.১৭ মটরসাইকেল	সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	-	০৪	১৫০	৬০০
৫.১৮ ওয়াকিটকি/মোবাইল	সংখ্যা	০৬	০৪	০৪	০৪	০২	২০	১০	২০০
৫.১৯ ক্যামেরা	সংখ্যা	০২	-	-	-	-	০২	২০	৪০
৫.২০ বাইনোকুলার	সংখ্যা	০২	-	-	-	-	০২	২০	৪০
৫.২১ জিপিএস মেশিন	সংখ্যা	-	০১	০১	-	-	০২	২৫	৫০
৫.২২ কম্পিউটার	সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	-	০৪	৭০	২৮০
								সাবমোট	**২৪৭৪২**
৬.০ পর্যটন বিষয়ক									
৬.১ প্রকৃতির ট্রেইল	সংখ্যা	০১	০১	-	-	-	০২	১০০০	২০০০
৬.২ টয়লেট	সংখ্যা	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	২০	২০	৪০০
৬.৩ টিউবয়েল	সংখ্যা	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	২০	২০	৪০০
৬.৪ রেষ্টহাউজ মেরামত	সংখ্যা	০১	০১	০১	০১		০৪	১০০	৪০০
৬.৫ ইকোগাইড প্রশিক্ষন	সংখ্যা	০২	-	-	-	-	০২	২০	৪০
৬.৬ প্রচার প্রচারনা	টাকা	-	-	-	-	-	-	৫০	৫০
৬.৭ অডিও, ফিল্ম	সংখ্যা	০১	-	০১	০১	-	০৩	২০০	৬০০
								সাবমোট	**৩৮৯০**
৭.০ সংরক্ষন, গবেষনা, মনিটরিং এবং দক্ষতা									

কার্যক্রম (ভৌত)	ইউনিট	বৎসর						ইউনিট খরচ টাকা (হাজারে)	মোট খরচ টাকা (হাজারে)
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট		
উন্নয়ন বিষয়ক									
৭.১ উদ্ভিদ ও প্রানী সংরক্ষন গবেষনা	সংখ্যা	-	০১	০১	-	-	০২	৩০০	৬০০
৭.২ জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা	টাকা	-	-	-	-	-	-	৫০০	৫০০
৭.৩ আর্থসামাজিক অবস্থা মনিটরিং	টাকা	-	-	-	-	-	-	১০০	১০০
৭.৪ আন্ড়দেশীয় প্রশিক্ষন সহব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বনবিভাগ ষ্টাফ	সংখ্যা	০২	০২	০২	০২	০২	১০	১০০	১০০০
৭.৫ আন্ড়-দেশীয় প্রশিক্ষণ (বন বিভাগ ও বেসরকারী সংস্থার লোকজন)	সংখ্যা	০২	০২	০৩	০৩	-	১০	১০০	১০০০
৭.৬ বিদেশে ক্রশ ভিজিট সহব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বনবিভাগ ষ্টাফ	সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০৫	৩০০	১৫০০
৭.৭ সংরক্ষন পদ্ধতি মনিটরিং	টাকা	-	-	-	-	-	-	১০০	১০০
								সাবমোট	**৪৮০০**
৮.০ প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ড়									
৮.১ ষ্টাফ নিয়োগ	সংখ্যা	২	২	-	-	-	৪	৯০০	৩৬০০
৮.২ সাপোর্ট ষ্টাফ	সংখ্যা	১০	৬	৬	১০	৮	৪০	২৪০	৯৬০০
								সাবমোট	**১৩২০০**
৯.০ অন্যন্য খরচ	টাকা	১	১	১	১	১	৫	২০০	১০০০
								সাবমোট	**১০০০**
								সর্বমোট	**১২৭৪৭৫**